সুইডেনে কুরআন পোড়ানো ঘটনায় জড়িত ইরাকি ব্যক্তির মৃত্যু

সারে-জমিন

বিতর্ক উপেক্ষা করে মাদ্রাসা ক্রীড়া হচ্ছেই

রূপসী বাংলা

পশ্চিমবঙ্গে কেন বাংলাদেশ নিয়ে বিরোধিতা বাড়ছে?

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

স্টাডি পয়েন্ট

স্টেডিয়ামের গেটে রাত ৩টায় লাইন, কোহলিকে দেখতে ভিড়

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৩১ জানুয়ারি, ২০২৫
১৭ মাঘ ১৪৩১
১ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 30 ■ Daily APONZONE ■ 31 January 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের পর ভক্তদের জন্য মসজিদ খুলে দিলেন মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ সরকার এ বছর এলাহাবাদে মহাকুম্ভ মেলায় মুসলিমদের দোকানপাট বসার অনুমতি দেয়নি, এমনকি তাদের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে বেশিরভাগ মুসলিম এলাকা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর পর আতঙ্কিত তীর্থযাত্রীদের জন্য আশ্রয় দিতে এলাকার মসজিদ, ঈদগাহ, স্কুল, ঘরবাড়ি উন্মুক্ত করে দিলেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের সেবায় নিযোজিত হয়ে ভ্রাতৃত্ববোধের এক নিদর্শন হয়ে থাকলেন।

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও এলাহাবাদের স্থানীয় মুসলমানরা পদপিষ্টের ঘটনার খবর পেয়ে তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন ভক্তদের সাহায্য করতে। তাদের জন্য খাবার, জল, কাপড়, ওষুধ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন মুসলিমরা। এলাহাবাদ থেকে এমন অনেক ভিডিও সামনে আসতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে জি নিউজ সালাম হিন্দি পোর্টালে কুম্ভভক্তদের প্রতি মুসলিমদের এগিয়ে আসার বিস্তীর্ণ খবর সহ নানা ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেয়া যাচ্ছে, মসজিদের ইমাম মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া কুম্ভযাত্রীদের খাবার বিতরণ করছেন। যাদের বস্ত্র মলিন হয়ে গেছে তাদেরকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে গায়ে চাদর তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। স্থানীয় ইয়াদগারে হুসাইনি ইন্টার কলেজ খুলে দেওয়ায় যেখানে আশ্রয় নিচ্ছেন শতাধিক কুম্ভ তীর্থযাত্রী। এই সম্প্রীতির চিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে একজন নেতা বা সাধক রাজনীতি করতে পারেন, কিন্তু মানুষের হৃদয়কে বিভক্ত করতে পারেন না। স্থানীয় মুসলমানরা কুম্ভের আয়োজনে গর্ববোধ করে। তারা এই অনুষ্ঠানের জন্য খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। কুম্ভের মহিমার কারণে তিনি নিজেকে এলাহাবাদী বলতে এবং আলাদা হতে গর্বিত হলেও এবারের কুম্ভ থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। একধরনের বিদ্বেষী সাধু-সন্ত প্রকাশ্যে কুম্ভ থেকে মুসলমানদের বয়কটের ঘোষণা দেন। এমনকি গোপনে দোকান স্থাপনকারী কয়েকজন মুসলিম দোকানদারকেও মারধর করা হয়। যদিও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি, তারা বয়কটকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তবে কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর মুসলমানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। তাদেরকে বয়কটের নির্দেশ উপেক্ষা করে দুস্থ ভক্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন এলাকার মুসলমানরা। মুসলমানরা শুধু তাদের ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ এমনকি মসজিদের দরজা ভক্তদের জন্য খুলে দেননি, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। শীতের জন্য তাদের জন্য কম্বল সরবরাহ করা হয়। চকস্থ জামে মসজিদ ও খুলদাবাদে অবস্থিত মসজিদেও ভক্তদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য সরাইখানা চালাচ্ছেন এলাকার মুসলিম যুবকরা। বাইক চালানো ছেলেরা অসহায় কুম্ভ তীর্থযাত্রীদের নিয়ে আসতে সাহায্য করছেন। তাদের সেবা দিচ্ছেন মুসলিম চিকিৎসকরা। মুসলিম ডাক্তার নাজ ফাতিমা তার ক্লিনিক আহত ভক্তদের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মানুষ তার কাজের প্রশংসা করছে। কিছু মুসলিম বসতির মধ্য দিয়ে যাওয়া ভক্তদের গায়ে ফুল বর্ষণ করতেও দেখা গেছে লোকজনকে। ভক্তদের ফুল ও বস্ত্র দিয়ে বরণ করে নেন নামাজিরা।

এবার কুম্ভ মেলার রুটটি মুসলিম এলাকা দিয়ে করা হয়নি। তাই আতালা, নুরুল্লাহ রোডের মতো মুসলিম এলাকাগুলো এ বছর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে ভক্তদের আনাগোনা নগণ্য। ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার এবং ছুতার ইত্যাদিকেও কাজ দেওয়া হয়নি। বিহার, ঝাড়খন্ড, আসাম প্রভৃতি স্থান থেকে আসা রিকশাচালকদের কুম্ভমেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল যারা ভক্তদের সঙ্গম তীরে নিয়ে যেতেন। স্থানীয় ব্লগার মোহাম্মদ জাহিদ লিখেছেন, ঘটনার পর মুসলমানদের ক্ষোভের অবসান হয়েছে। তারা আবার তাদের এলাকার ভক্তদের সেবা করতে রাস্তায় নেমেছে। তাদেরকে এলাহাবাদের অতিথি মনে করে কুম্ভমেলার তীর্থযাত্রীদের সেবা করা শুরু করেছে।

ইয়াদগারে হুসাইনি ইন্টার কলেজে আশ্রয় নিয়েছেন কুম্ভ যাত্রীরা।

মসজিদের ইমাম খাবার বিলি করছেন কুম্ভ যাত্রীদের।

প্রথম নজর

বাজেট অধিবেশনের দিনেই মমতার বৈঠক দলীয় বিধায়কদের নিয়ে

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপলক্ষে রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। বাজেট অধিবেশনের দিনেই তৃণমূল বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, বিধানসভার নওশার আলি কক্ষে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর দুটো নাগাদ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ভাষণ দিয়ে রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। তাই দলীয় বিধায়কদের তৃণমূলের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে বিধানসভায় নওশার আলি কক্ষে হাজির থাকেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের জন্য। নবান্ন সূত্র জানিয়েছে, বেলা একটা নাগাদ দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক শুরু করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়করা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সাধারণত এই ধরনের বৈঠকে বিধানসভার অধিবেশন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেই বার্তাই দেন মমতা। পাশাপাশি বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে দলের রণকৌশল ঠিক করে দেন তিনি। কারণ, দলে বহু বিধায়ক নানা সময়ে আলটপকা মন্তব্য করে দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেন। এবার সতর্কভাবে পা ফেলতে চাইছে তৃণমূল। বিশেষ করে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনও বিধায়ক যেন বাজেট অধিবেশনে কোনও অবাঞ্ছিত প্রশ্ন না করেন সে সবেরই সবক শেখানো হবে, যাতে বিরোধী দল কোনও ফায়দা লুটতে না পারে। উল্লেখ্য, অস্বস্তিকর মন্তব্যের কারণে সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে শো কজ় করেছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। গত বছরে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেও শোকজ করা হয়েছিল।

হৃদরোগে আক্রান্ত কুম্ভ যাত্রীকে রক্ষা করলেন আলম

আপনজন ডেস্ক: চলতি মহা কুম্ভ মেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া এক ভক্তের প্রাণ বাঁচালেন এক মুসলিম ব্যক্তি। প্রাইম রোজ এডুকেশনের স্বেচ্ছাসেবক ফারহান আলম ইদ্রিসি এগিয়ে আসেন এবং ৩৫ বছর বয়সী রাম শঙ্করকে দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা দেন। ইদ্রিসির এই মানবিক আচরণের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে কুম্ভ মেলার ভক্তকে দ্রুত সিপিআর দিতে দেখা যায় ওই স্বেচ্ছাসেবককে। সিপিআর মানে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন। এটি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সময় একটি জীবন বাঁচাতে সহায়তা করে যখন হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় বা মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে রক্ত সঞ্চালনের জন্য খুব অকার্যকরভাবে স্পন্দিত হয়। এ ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ একজন লিখেছেন, মহাকুম্ভমেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত ৩৫ বছর বয়সি রাম শঙ্করকে ফারহান আলম সিপিআর জীবন জীবন বাঁচিয়ে মানবতার দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোদির আমলে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির আশা ক্ষীণ, বলছে সমীক্ষা

আপনজন ডেস্ক: চলতি সপ্তাহের বার্ষিক বাজেটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য হতাশাজনক এক সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা গেছে, জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রায় স্থবির করে দিয়েছে। ফলে বেশি সংখ্যক ভারতীয় তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্পর্কে কম আশাবাদী হয়ে উঠছেন। প্রাক-বাজেট সমীক্ষায় ৩৭ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা বলেছেন, তারা আশঙ্কা করছেন যে আগামী বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান খারাপ হবে, যা ২০১৩ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন মোদী। সমীক্ষক সংস্থা সি-ভোটার জানিয়েছে, তারা এই সমীক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৫ হাজার ২৬৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ওপর সমীক্ষা চালায়। ক্রমাগত চোখে জল আনা খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি দেশের মানুষের বাজেটকে সঙ্কুচিত করেছে। এমনকী ব্যয় করার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করেছে। ফলে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি চার বছরের মধ্যে তার ধীর গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে সমীক্ষায় মত উঠে এসেছে। সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বলেছেন যে মুদ্রাস্ফীতি অনিয়ন্ত্রিত রয়েছে এবং মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অন্যদিকে অর্ধেকেরও বেশি বলেছেন যে মুদ্রাস্ফীতির হার তাদের জীবনযাত্রার মানকে "বিরূপ" প্রভাবিত করেছে। সমীক্ষায় বেশিরভাগ জনমতে দেখা যাচ্ছে, তারা বলছেন, মোদির শাসনামলে জীবনযাত্রার উন্নতির আশা ক্ষীণ। তবে চলতি সপ্তাহে দেশের বার্ষিক বাজেটে মধ্যবিত্তদের মন জয় করতে কিছু পদক্ষেপের কথা বাজেটে ঘোষণা করতে পারেন বলে বাজেটে আশা করা হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা বলেছেন যে গত বছর তাদের ব্যক্তিগত আয় একই রয়েছে এবং ব্যয় বেড়েছে। অন্যদিকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বলেছেন, ক্রমবর্ধমান ব্যয় বাড়ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও। ভারতের চাকরির বাজার তার বিশাল যুব জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়মিত মজুরি উপার্জনের জন্য অপর্যাপ্ত সুযোগ সরবরাহ করেছে। গত বাজেটে ভারত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে পাঁচ বছরে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার কথা বলেছিল, কিন্তু এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

কুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে নিহত বাঙালিদের মৃত্যুর শংসাপত্র দিল না যোগী সরকার!

আপনজন ডেস্ক: মহা কুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে নিহত ৩০ তীর্থযাত্রীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুই মহিলার পরিবার বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছে, মৃতদেহগুলি প্রয়াগরাজে মৃত্যুর শংসাপত্র ছাড়াই তাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

তারা দাবি করেন, তারা কেবল একটি কাগজের টুকরো পেয়েছিলেন, যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল মৃতদেহটি তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রবীণ মন্ত্রীর অভিযোগ, মহা কুম্ভ মেলায় 'সম্পূর্ণ অব্যবস্থা' বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, কলকাতার গলফ গ্রিন এলাকার বাসন্তী পোদ্দার এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনির ঊর্মিলা ভুনিয়া বুধবার ভোরে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান।

ঘটনার কথা স্মরণ করে বাসন্তী পোদ্দারের ছেলে সুরজিৎ বলেন, "আমরা সঙ্গম ঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় সেখানে কোনো পুলিশ ছিল না। রাত ১টা থেকে দেড়টা নাগাদ পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার মানুষের উন্মত্ত ভিড় দেখা গেল। তিনি বলেন, মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পাইনি।

পরে আমাদের মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। আমাকে একটি গাড়ি ও একজন পুলিশ দেওয়া হয়েছিল। কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়নি। ওরা আমাকে বলেছে, ডেথ সার্টিফিকেট স্থানীয় থানায় পাঠানো হবে।

তার দাবি, তাকে যে নোট দেওয়া হয়েছে, তাতে কোনও সরকারি স্ট্যাম্প ছিল না বা উত্তরপ্রদেশ সরকারের কোনও আধিকারিকের স্বাক্ষর ছিল না। সুরজিৎ জানান, তার মায়ের দেহ তার হাতে তুলে দেওয়ার আগে তাঁকে একটি কাগজে সই করানো হয়েছিল।

আরেক ভুক্তভোগী ঊর্মিলা ভুনিয়ার পরিবারের সঙ্গে তার বক্তব্যের মিল রয়েছে। মৃতার ভাই দুলাল জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার তার বোনের জন্য কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করেনি।

তিনি বলেন, আমার ভাইপো আমাকে ফোন করলে আমি ঘটনাটি জানতে পারি। তারা একটি গাড়িতে করে ফিরে আসছেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কোনও মৃত্যুর শংসাপত্র জারি করা হয়নি এবং একটি চিরকুট-সহ দেহটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অভিযোগ, সম্পূর্ণ অব্যবস্থাপনার জেরে সর্বনাশ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মহাকুম্ভমেলা আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি প্রচার সর্বস্ব মাত্র। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তাদের ডেথ সার্টিফিকেট হস্তান্তর করা উচিত ছিল।

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 39 Years in service to the society

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

Online- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

Scan QR

website: www.alameenmission.org

প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২৫

NEET (UG) 2024

সাফল্য: এক নজরে ২০২৪

Marks 680 & above 49 | Marks 650 & above 200 | Marks 630 & above 379 | Marks 600 & above 711

মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৪১৩	৩৫৭	৯৯৮	১২৮২
ছাত্রী	৭৫৩	১১৬	৪২৩	৬১৩
সর্বমোট	২১৬৬	৪৭৩	১৪২১	১৮৯৫

উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৪৮	২১৩	৯২৮	১১৯৭
ছাত্রী	৯১৬	১৪৪	৬৩৫	৮৮৯
সর্বমোট	২১৬৪	৩৫৭	১৫৬৩	২০৮৬

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৭৪৭৯০ ২০০৭৯

প্রথম নজর

সরস্বতীপুজো নিয়ে বৈঠক থানার আইসির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সামনেই বিদ্যার দেবী সরস্বতী মায়ের পুজো। আর সেই পুজোর আগে জয়নগর থানা এলাকার সার্বজনীন সরস্বতী পূজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৃহস্পতিবার জয়নগর আমন্ত্রন কমপ্লেক্সে বৈঠক করলো জয়নগর থানার আই সি। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল,জয়নগর থানার এস আই অলকেন্দু ঘোষ,সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস সহ জয়নগর ও দক্ষিন বারাশত বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার দ্বয়।এদিন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজোর সময় সরকারি নিয়ম মেনে কি কি করনীয় তা তুলে ধরা হয়।জয়নগর থানা এলাকার শতাধিক পুজো কমিটি এদিনের এই বৈঠকে অংশ নেন।

আই.সি.আর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলা ব্লকের প্রত্যন্ত নসিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্যের সেরা হাই মাদ্রাসাগুলির মধ্যে একটির অবস্থান। সেই আইসিআর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল বৃহস্পতিবার। সেই সঙ্গে করা হল বিজ্ঞান ও চিত্র প্রদর্শনীও।

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রউফ সিদ্দিকী বলেন, "প্রতিবছরই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এবছর নতুন সংযোজন বিজ্ঞান ও চিত্র প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা পবিত্র কুরআন পাঠ অর্থাৎ ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি , গজল, কুইজ, শ্রুতি নাটক সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।"

বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক মিজানুর খানের উৎসাহে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে, যেখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মাদ্রাসার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লক্ষ্মী সরকার শীল, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য মোতাহার হোসেন রিপন, বিডিও দেবাশিস মন্ডল সহ মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সহ ছাত্রছাত্রীরা।

কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের পর রাত থেকে নিখোঁজ মালদার এক তীর্থযাত্রী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনার রাত থেকে নিখোঁজ মালদার এক ষাটোর্ধ্ব উর্ধ্ব বৃদ্ধা। নিখোঁজ বৃদ্ধার এখনও পর্যন্ত কোন হদিশ না মেলায় চরম দুশ্চিন্তায় পরিবারবর্গ। জানা গেছে, নিখোঁজ বৃদ্ধার নাম অণিতা ঘোষ। বাড়ি মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলা সংলগ্ন উত্তর কৃষ্ণপল্লী এলাকায়। তার পরিবার সূত্রে খবর তিনি গত সোমবার বেশ কয়েকজন আত্মীয় স্বজন ও সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় যান পুণ্যস্নান করার উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি মঙ্গলবার রাতে কুম্ভমেলায় পৌঁছান। পুণ্যস্নানের জন্য গভীর রাতে নদীঘাটের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে যান। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি শুরু হওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে হয়ে যায়। হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। ৩০ জনের মতো পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন বলে খবর। ওই সময় বৃদ্ধা অণিতা ঘোষ, তার আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীরা একে-অপর থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য সকলে একত্রিত হন। কিন্তু বৃদ্ধা অনিতা ঘোষকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই খবর পেয়ে তার পরিবারবর্গ রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন তারা।

কুম্ভমেলায় থাকা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে ফোনে ঘনঘন যোগাযোগ করা হয়। সেখানকার লোকজনেরা বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোন হদিশ মেলেনি। স্বভাবতই নিখোঁজ বৃদ্ধার চিন্তায় এখন শুধুই চোখের জল ফেলে চলেছেন তার পরিবারবর্গ।

মালদ্বীপে কাজে গিয়ে মৃত্যু বড়ঞার এক পরিযায়ী শ্রমিকের

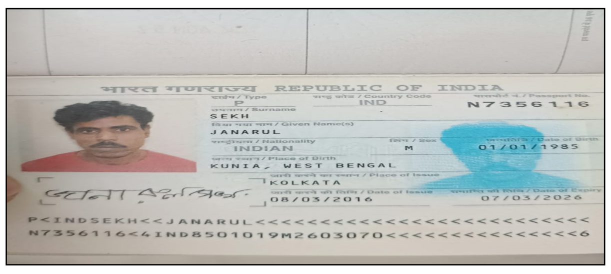

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার কুনিয়া গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক । মালদ্বীপ কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়। এক পরিযায়ী শ্রমিকের। আড়াই মাস ধরেই মালদ্বীপে রাজমিস্ত্রি লেবারের কাজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাম জানারুল সেখ, বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ব্লকের বড়ঞা কের। কুনিয়া গ্রামের । বয়স ৪০ বছর। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা যায় মালদ্বীপে তিনি পাবলিক সংস্থায় শ্রমিকের কাজ করতেন ৩০জানুয়ারি ২০২৫ অসুস্থ হয়ে পড়ে মালদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করেন, কিছুক্ষণ পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহটি মালদ্বীপ মর্গে পাঠানো হয়। পরিবারের লোকজন খবর পান গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে। পরিবারের লোকজন জানতে পারেন গ্রামের এক যুবকের মারফত। মৃতার স্ত্রী সাজেরা বিবি বলেন আড়াই মাস যাওয়া হলো মেয়ের বিয়েতে অনেক ঋণ হয়ে গেছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য বিদেশে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাত্রি আটটার সময়। মালদ্বীপ থেকে ফোন আসে সে মারা গেছে। মেয়ের বিয়েতে এতগুলি ঋণ হয়ে গেছে সে চলে গেলো কি করে পরিশোধ করবো। এই ব্যক্তি ছিলেন এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। পরিবারটি বেশ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছেন। পরিবারে রয়েছেন এক মেয়ে এক ছেলে এবং মৃতার স্ত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধী। পরিযায়ী শ্রমিকের।ছেলে টারজেন শেখ বলেন বাবার আড়াই মাস হল বিদেশে যাওয়া। বোনের বিয়েতে অনেক ঋণ হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে থেকে সেটা পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই আবার ঋণ করে বিদেশ গিয়েছিল বাবা সেখান থেকে রোজগার করে ঋণ পরিশোধ করবো বলেই গিয়েছিল তা আর হল না। কি করে আমাদের সংসার চলবে ভেবে উঠে পারছি না। মা গুমেরা বিবি বলেন আমার তিনটি ছেলে একটা ছেলে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে আমরা গরীব মানুষ কি করে সংসার চলবে। জানারুল শেখের মৃত্যুর খবর কুনিয়া গ্রামে পৌঁছাতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিতর্ক উপেক্ষা করে মাদ্রাসা ক্রীড়া হচ্ছেই, শিক্ষার্থীদের মিলবে বিশেষ সরকারি পরিষেবা

আপনজন ডেস্ক: ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষার আবহেই ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আয়োজিত মাদ্রাসার রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি । জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার ঠিক আগে মাদ্রাসা ক্রীড়ার আয়োজন কতটা সঙ্গত তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছিল সংখ্যালঘু মহল থেকে । যদিও সবকিছুকে উপেক্ষা করেই ১৫তম রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট ২০২৪-২৫ এর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া পি.জি. হাই স্কুল

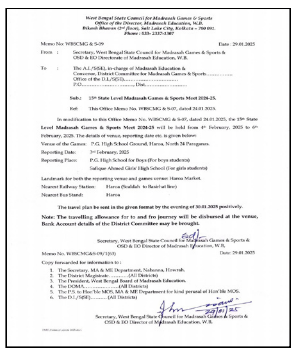
West Bengal State Council for Madrasah Games & Sports
Office of the Director, Madrasah Education, W.B.
Bikash Bhavan (2nd floor), Salt Lake City, Kolkata – 700 091.
Phone : 033- 2337-1307

Memo No: WBSCMG & S-09 — Date : 29.01.2025

From : Secretary, West Bengal State Council for Madrasah Games & Sports & OSD & EO Directorate of Madrasah Education, W.B.

To : The A.I./S(SE), in-charge of Madrasah Education & Convenor, District Committee for Madrasah Games & Sports…… Office of the D.I./S(SE)…… P.O.…… Dist……

Sub.: 15th State Level Madrasah Games & Sports Meet 2024-25.

Ref: This Office Memo No. WBSCMG & S-07, dated 24.01.2025.

In modification to this Office Memo No. WBSCMG & S-07, dated 24.01.2025, the 15th State Level Madrasah Games & Sports Meet 2024-25 will be held from 4th February, 2025 to 6th February, 2025. The details of venue, reporting date etc. is given below:

Venue of the Games: P.G. High School Ground, Haroa, North 24 Paraganas.
Reporting Date: 3rd February, 2025
Reporting Place: P.G. High School for Boys (For boys students); Safique Ahmed Girls' High School (For girls students)

Landmark for both the reporting venue and games venue: Haroa Market.
Nearest Railway Station: Haroa (Sealdah to Basirhat line)
Nearest Bus Stand: Haroa

The travel plan be sent in the given format by the evening of 30.01.2025 positively.

Note: The travelling allowance for to and fro journey will be disbursed at the venue, Bank Account details of the District Committee may be brought.

Secretary, West Bengal State Council for Madrasah Games & Sports & OSD & EO Director of Madrasah Education, W.B.

Memo No. WBSCMG&S-09/1(6) — Date: 29.01.2025

Copy forwarded for information to :
1. The Secretary, MA & ME Department, Nabanna, Howrah.
2. The District Magistrate……(All Districts)
3. The President, West Bengal Board of Madrasah Education.
4. The DOMA……(All Districts)
5. The P.S. to Hon'ble MOS, MA & ME Department for kind perusal of Hon'ble MOS.
6. The D.I./S(SE)……(All Districts)

Secretary, West Bengal State Council for Madrasah Games & Sports & OSD & EO Director of Madrasah Education, W.B.

মাঠ গেমসের ভেন্যু ঠিক করা হয়েছে। রিপোর্টিং তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য রিপোর্টিং স্থান পি.জি. হাই স্কুল এবং মেয়েদের জন্য সফিক আহমেদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য যাতায়াত ভাতা

অনুষ্ঠানস্থলে বিতরণ করা হবে। ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন আবিদ হুসেন বলেন, '১৫তম রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট ২০২৪-২৫-এ সারা রাজ্য থেকে ৮৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। প্রতিবছরের মত যাদের থাকা-খাওয়া, আসা-যাওয়া সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা করছে রাজ্য সরকার। শিক্ষার্থীদের আমরা যত্ন সহকারে গেমস ভেনুতে নিয়ে আসবো আবার যত্ন সহকারে জেলাতে পৌঁছে দেব।'

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের নেতা আবু সুফিয়ান পাইক বলেন, 'বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অংশ গ্রহণ কারী শিক্ষার্থীরা সহ জেলা ক্রীড়া কমিটি গুলি আরও বেশি উৎসাহিত হবে ।' তবে শিক্ষা মহলের একাংশের দাবি, 'মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষার আবহে রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস আয়োজিত হওয়ায় নজর ঘোরাতে সরকারের এই পরিকল্পনা, রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমসে অংশ নেওয়া ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর কথা একটিবারও ভাবা হলো না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বোধদয় হোক।'

একই রাস্তা সংস্কারে তিনবার টেন্ডার, দুর্নীতির অভিযোগ এবার গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: একই রাস্তা সংস্কারের জন্য একবার, দুইবার নয়—পুরো তিনবার টেন্ডার! কাজ না করিয়েই সেই টেন্ডারের টাকা একজন ঠিকাদারকে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গলসিতে। ঘটনায় সরাসরি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তারা স্লোগান দিয়ে আন্দোলন করে প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গলসি ১ নম্বর ব্লকের লোয়াপুর কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়াপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সোদপুর পুরোনো সেতু পর্যন্ত ৫০০ মিটার দীর্ঘ চলাচলের অযোগ্য রাস্তা সংস্কারে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মাত্র দুই-তিন মাসে তিনবার টেন্ডার করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ রাস্তার অবস্থা এতটুকুও বদলায়নি। বিরোধী দলের নেতা রাজু পাত্র বলেন, "কাজ হলে মানুষ পথে নেমে আন্দোলন করত না। অফলাইন টেন্ডার করে তিনটি কাজই একজনকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতারা এভাবেই সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছেন। বিষয়টি তদন্ত হওয়া দরকার।"

তবে পঞ্চায়েত প্রধান মিরাজ মল্লিক সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "পঞ্চায়েত সমিতি কী করেছে, তা জানি না। তবে লোয়াপুর কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ওই রাস্তা সংস্কার করেছে। এর জিও-ট্যাগসহ সমস্ত প্রমাণ রয়েছে।"

স্থানীয়দের অভিযোগ, গলসি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি গত ৬ নভেম্বর ৯২,১৬২ টাকা এবং ১১ নভেম্বর ৯২,৩৪৮ টাকার টেন্ডার করেছে। এরপরও ৮ জানুয়ারি ২০২৫ সালে লোয়াপুর কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মেরামতির জন্য ৫১,৮২৯ টাকার টেন্ডার করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাত্র দুই-তিন মাসের ব্যবধানে ওই তিনটি কাজই পেয়েছে একই ঠিকাদারি সংস্থা! ফলে মোট ২,৩৬,৩৩৯ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, এবং সেই কারণেই প্রধান মিরাজ মল্লিককে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ।

বিষয়টি নিয়ে গলসি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল বলেন, "পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ম মেনেই টেন্ডার করেছে এবং কাজও হয়েছে। তবে পঞ্চায়েত ওই রাস্তা সংস্কার করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখে বলতে পারব।"

ঠিকাদারি সংস্থার কর্ণধার সিতারাম গড়াই জানান, "কাজের বরাদ্দকৃত অর্থ এক লক্ষ টাকার বেশি হওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতি দুটি অফলাইন টেন্ডার করেছিল। সেই টাকাতেও রাস্তার সংস্কার সম্পূর্ণ না হওয়ায় পঞ্চায়েত আবার একটি টেন্ডার করে। তিনটি কাজই আমি করেছি। বিডিও এসে কাজ দেখে গেছেন, তারপরই আমি টাকাও পেয়েছি।"

মির্জাপুর হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের ঐতিহ্যবাহী মির্জাপুর হাইস্কুল বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দু'দিনব্যাপী সাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করল ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব। দু'দিনব্যাপী প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানে শ্রুতিনাটক,বিশেষ মেধা সম্মান,গুণীজন সংবর্ধনা, ম্যাজিক শো,বাউল গান, প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, জেলা পরিষদের সদস্যা ঊষা দাস, দেগঙ্গার এসডিপিও উৎপল পুরকাইত, এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম মুকুল, সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইত্তেসাম খাতুন, রিঙ্কু সাহাজি, জলধর মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুকান্ত পাল সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষিকবৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সৌর শক্তি চালিত পাম্প নির্মাণ কুশমোড়ে

আজিম শেখ ● পাইকর

আপনজন: বীরভূমের মুরারই ২ ব্লকের পাইকর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কুশমোড় গ্রামের মুহম্মদ জাকির হোসেন সাহেবের উদ্যোগে আনুমানিক তিন লক্ষ ব্যয়ে কুশমোড়-২ পঞ্চায়েত এর অধীন কুশমোড় সজ্জিহাট প্রাঙ্গণে একটি সৌর শক্তি চালিত পাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। কুশমোড় রুরাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটি নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সৌজন্যে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি দীর্ঘ এগারো বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজ করে চলেছে এলাকার ও এলাকার বাইরে এমনকি পুরো রাজ্য সহ ও রাজ্যের বাইরেও। এই সজ্জিহাট প্রাঙ্গনে এই সংস্থার কার্যালয় রয়েছে। ইতিপূর্বে সেখানে একটি শৌচাগার তৈরি করা হলেও সেখানে কোনো রকম জলের ব্যবস্থা ছিলো না। এই সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প টির সাহায্যে এবার শৌচাগারে জলের সংযোগ করা হয়েছে।

নানুরে দুয়ারে সরকার শিবির

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: চলছে "দুয়ারে সরকার"। ৩৭ টি সরকারি পরিষেবা নিয়ে শুরু হয়েছে ২৪ শে জানুয়ারি থেকে নবম পর্যায়ে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি।

আজ নানুর বিধানসভার জলুন্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে বঙ্গছত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকারে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরে বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জেলা পরিষদ ডেপুটেশন না নেওয়ায় অধীরের নেতৃত্বে বিক্ষোভ

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: কংগ্রেসের ডেপুটেশনে গ্রহণে জেলা সভাধিপতি অনুপস্থিত না থাকায় অবস্থান বিক্ষোভসহ প্রতিবাদে উত্তল হয়ে উঠল বহরমপুর। কার্যত রাস্তায় নেমে পড়েন অধীর চৌধুরী সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব ,ডেপুটেশন না দিয়েই ফিরে যান প্রতিনিধি দল।

জানা গেছে ,বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সহ একাধিক অভিযোগ ও দাবিতে জেলা পরিষদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, সেই মতো ডেপুটেশনের সময় নেওয়া হয়েছিল। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মেনেই ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়। কিন্তু ছিলেন না সভাধিপতি। সভাধিপতি না থাকায় ডেপুটেশনের কপি অন্য কারও হাতে দিতে বলা হয়। তখনই প্রতিবাদে সভাধিপতির ঘরের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। সভাধিপতির ঘরের সামনেই বসে থাকেন কংগ্রেস নেতা, কর্মী, জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা, সদস্যরা। দেওয়া হয় সভাধিপতির বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগানও। জেলা পরিষদ সদস্য মহম্মদ তহিদুর রহমান বলেন, " ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাধিপতির কাছে চিঠি দেওয়া হয়, সেই চিঠি গ্রহণও করেন তিনি। আশ্বাস দিয়েছিলেন ডেপুটেশন গ্রহণ করবেন। কিন্তু এদিন তিনি অনুপস্থিত। পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানতে পারি অন্য কোন আধিকারিক নিতে চান ডেপুটেশন। প্রতিবাদে অবস্থান হয়। ডেপুটেশন গ্রহণ না করলে আন্দোলন আলাদা মাত্রা নেবে।"

পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন বহরমপুর থানার আইসি, উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্তারা হাজির হন। প্রশাসনিক কর্তারাও আসেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে দুপক্ষের মধ্যে কথাবার্তা। যদিও সমস্যা মেটে না। সভাধিপতি অনুপস্থিত থাকায় ডেপুটেশন জমা না দিয়েই জেলা পরিষদের ভবনের বাইরে বেড়িয়ে আসেন ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা, কর্মীরা। জেলা পরিষদের বাইরে কংগ্রেসের সভা মঞ্চের সামনেই প্রতিবাদ ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের।

দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগে এবং একাধিক দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অভিযান এদিন কংগ্রেসের।

বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই সভায় যোগ দেন জেলার কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। পঞ্চাননতলা এলাকায় জেলা পরিষদ ভবনের সামনেই তৈরি হয় মঞ্চ । সেখানেই সভার নেতৃত্ব দেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ডেপুটেশন জমা নাও হওয়ায় খোবে ফেটে পড়েন কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ কর্মীরা। কার্যত জেলা পরিষদ গেটের বাইরে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। কিছু সময়ের জন্য রাস্তায় নেমে পড়েনীর চৌধুরী। যদিও রাস্তার মাঝেই সাংবাদিকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেন নেতৃত্ব।

বিধায়ক সৌমিকের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি!

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক সৌমিক হোসেনের নাম করে রাজ্যর বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ তৃণমূলের সাংগঠনিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেফতার বিশ্বজিৎ দে নামের এক যুবক, অভিযুক্তের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ুয়া থানা এলাকায় বলে সূত্রে জানাযায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে সিউড়ি থেকে গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাইবার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রানিনগরের বিধায়ক আব্দুল সৌমিক হোসেন নিজস্ব বাসভবনের সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মারফত আমি জানতে পারি আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত এলাকার এক প্রধানের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা চেয়েছে এক ব্যক্তি। পাশাপাশি নদীয়া জেলা পরিষদের এক সদস্যের কাছ থেকেও লক্ষাধিক টাকা তোলার খবর আসে আমার কাছে শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি আবার নিজ জেলা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সহকারি সভাপতি আতিবুর রহমানের কাছ থেকে গত দুই দিন আগে ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছে বিশ্বজিৎ দে নামের এক প্রতারক।

ঘটনা জানার পরে রানিনগরের তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাইবার

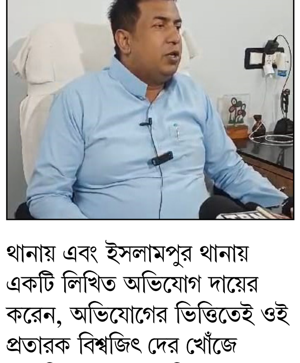

থানায় এবং ইসলামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই প্রতারক বিশ্বজিৎ দের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ,তার পর বিশ্বজিৎ দে কে সিউড়ি থেকে গ্রেফতার করেন সাইবার থানার পুলিশ । ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদলতে তোলার কথা থাকলে অভিযুক্ত কে আদলতে নিয়ে যাওয়ার পথে শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন আমি পুরো ঘটনার কথা আমাদের নেত্রী তথা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে জানিয়েছি।এমনকি আমি মানহানির মামলা করবো ওই যুবকের বিরুদ্ধে বলেও এদিন জানান বিধায়ক।

অভিযুক্তের অসুস্থার বিষয়ে বিধায়ক বলেন সম্পূর্ণ নাটক করছে যে বিধায়কের নাম করে এত প্রতারণা করতে পারে সে বাঁচার স্বার্থে অসুস্থতার নাটকও করতে পারে।বিধায়ক সৌমিক হোসেনের আইনজীবী ইমতিয়াজ কবির জানান, ওকালতনামা জমা করা হয়েছে। আগামী দিনে তাকে আদলতে পেশ করা হবে।

এবার হাড়োয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর -২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাগবুল কালাম মুন্সির বিরুদ্ধে এবার পোস্টার। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'আবাসের টাকা তোলা তোলাবাজ অঞ্চল সভাপতি অপসারণ চাই', 'ফেরিঘাটের টাকা তছরূপের বাগবুল তুমি হিসাব দাও'। পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে তৃণমূল কর্মীবৃন্দ"। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এ বিষয়ে গোপালপুর দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাগবুল কালাম মুন্সি বলেন, হাড়োয়ার উপনির্বাচনের আগে ভূমিপুত্র পোস্টার পড়েছিল। এখানে একজন মাস্টারমাইন্ড রয়েছে তারাই

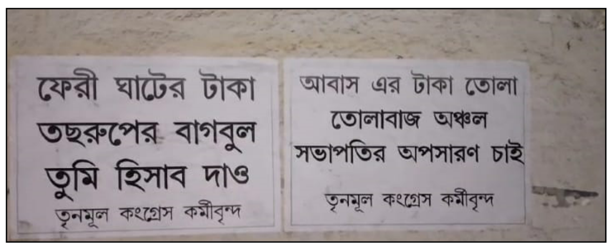

পোস্টার লাগায়। তিনি বলেন, চক্রান্ত করে বদনাম করার চেষ্টা চলছে, এর সঙ্গে ব্লক সভাপতি জড়িত রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ বিষয় পাল্টা বসিরহাট জেলা বিজেপির যুব সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, এই পোস্টার তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ। ভাগ বাটোয়ারা লড়াই। বসিরহাট লোকসভার প্রত্যেকটি বিধানসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে । পোস্টারে লেখা কথাগুলির সবগুলি তদন্ত হওয়া উচিত । তবে এই বিষয় নিয়ে বসিরহাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক চেয়ারম্যান সরজ ব্যানার্জি বলেন, আমি এই ঘটনা বিষয়ে জানিনা, এই বিষয় নিয়ে আমি খোঁজ নিচ্ছি। সত্যিকারে যদি এই ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম নজর

শাবানের চাঁদ দেখা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে রমজান মাস হবে ৩০ দিনের

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শাবান মাসের চাঁদের দেখেছেন। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে শাবান মাস শুরু হবে। এর পরের মাসেই পবিত্র রমাজন মাস। খবর খালিজ টাইমস।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র বৃহস্পতিবার ১৪৪৬ হিজরি সালের শাবান মাসের নতুন চাঁদ দেখার ঘোষণা দিয়েছে। পর্যবেক্ষণকারী দলটি আরও জানিয়েছে, সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব ছিল ১০.৫ ডিগ্রি।

ইসলামী ক্যালেন্ডারে শাবান মাস অষ্টম মাস এবং বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য এটি পবিত্র রমজান মাসের প্রস্তুতির সময়। ইসলামী মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিন স্থায়ী হয়। চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এই সময়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি দেশে শাবানের প্রথম দিন ৩১ জানুয়ারি পড়েছে।

উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক, যুক্তরাজ্য থেকে কোকা-কোলা প্রত্যাহার

আপনজন ডেস্ক: এবার যুক্তরাজ্যের বাজার থেকে নিজেদের কোমল পানীয় প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কোকা-কোলা। বোতলজাত এসব পানীয়তে ‘ক্লোরেট’ নামক রাসায়নিকের ‘উচ্চ মাত্রা’ শনাক্ত হওয়ার পর কোকা-কোলা কোম্পানির বোতলজাতকরণ অংশীদার প্রতিষ্ঠান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁগুলোতে পাঠানো কোকা-কোলা অরিজিনাল টেস্ট, কোকা-কোলা জিরো সুগার, ডায়েট কোক এবং স্প্রাইট জিরো ক্যান প্রত্যাহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি সুপারমার্কেটগুলোতে পাঠানো ৬ বাই ২৫০ মিলি অ্যাপলেটাইজার মাল্টিপ্যাকও প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

গত সোমবার বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যান্ডসে কোকা-কোলা পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করার পর এবার যুক্তরাজ্য থেকেও প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

তবে কোম্পানিটি নিশ্চিত করেছে, যুক্তরাজ্যে বিক্রি সাধারণ ক্যান, কাঁচের বোতল ও প্লাস্টিক বোতল এই প্রত্যাহারের আওতায় পড়ে না।

বেলজিয়ামের গেন্ট শহরের উৎপাদন কেন্দ্রে নিয়মিত পরীক্ষার সময় ক্লোরেটের উচ্চ মাত্রা শনাক্ত হয় বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্লোরেট সাধারণত ক্লোরিন-ভিত্তিক জীবাণুনাশক ব্যবহার করে পানি পরিশোধন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় উৎপন্ন হতে পারে। উচ্চ মাত্রার ক্লোরেট শরীরে প্রবেশ করলে থাইরয়েডজনিত সমস্যার কারণ হতে পারে, বিশেষ করে শিশু ও নবজাতকদের জন্য এটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

এনএইচএস এবং ব্যক্তিগত পুষ্টিবিদ ক্যারন গ্রাজেট বলেন, আমাদের ভাবতে হবে, আমরা কি এমন রাসায়নিক উপাদানযুক্ত সফট ড্রিংক গ্রহণ করতে চাই, যা আতশবাজি ও জীবাণুনাশক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যদিও তা খুবই সামান্য পরিমাণে? অতিরিক্ত ক্লোরেট গ্রহণ করলে বমি, ডায়রিয়া, রক্তের অক্সিজেন শোষণের ক্ষমতা হ্রাস এবং শরীরের অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে।

সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত ইরাকি বংশোদ্ভূত ব্যক্তির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সুইডেনে বেশ কয়েক কপি কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত এক ইরাকি ব্যক্তি মারা গেছেন। সুইডিশ মিডিয়া জানিয়েছে, কাছের একটি শহরে গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। স্টকহোমের একটি আদালত বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম সালওয়ান মোমিকা (৩৮)।

সুইডিশ রাজধানী স্টকহোমের প্রধান মসজিদের সামনে পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে প্রকাশ্যে কুরআন শরিফে তিনি আগুন দিয়েছিলেন। তিনি ইরাকি বংশোদ্ভূত। সালওয়ান মোমিকা অভিবাসী হিসেবে সুইডেনে আসেন এবং সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছিলেন, তার সুইডিশ পাসপোর্ট রয়েছে। নিজেকে তিনি একজন নাস্তিক বলে দাবি করেছিলেন বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়। পুলিশ বলেছে, তারা স্টকহোমের কাছে সোডারতালজে গত বুধবার রাতে বন্দুকের গুলিতে আহত এক ব্যক্তিকে পেয়েছিল। তিনি পরে মারা যান এবং তখন প্রাথমিক হত্যা তদন্ত চালানো হয়।

ব্রডকাস্টার এসভিটি সূত্রের নাম প্রকাশ না করেই জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি ছিলেন মোমিকা। এতে বলা হয়, মোমিকা ২০১৮ সালে ইরাক থেকে সুইডেনে এসেছিলেন।

কুরআন পোড়ানোর যুক্তি হিসেবে মোমিকা বলেছিলেন, পশ্চিমা সমাজে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং নারী অধিকারের মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে কুরআন শরিফ সাংঘর্ষিক এবং তাই এটা নিষিদ্ধ করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, কমপক্ষে ১৮ মৃতদেহ উদ্ধার

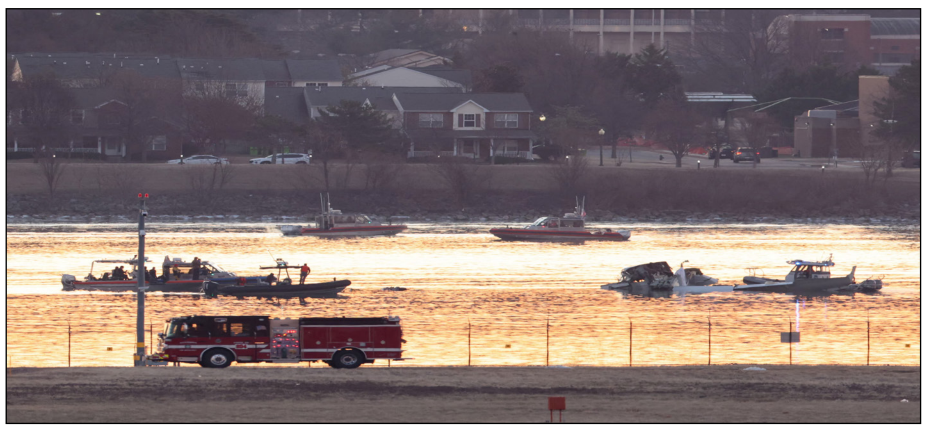

আপনজন ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসিতে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজটির সংঘর্ষ হয়েছে একটি মার্কিন সেনা হেলিকপ্টারের সঙ্গে। মাঝ আকাশে সংঘর্ষের পর নদীতে বিধ্বস্ত হয় উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারটি।

ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুসারে, স্থানীয় সময় বুধবার রাত ৯টার দিকে ওয়াশিংটনের রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দরে রানওয়ের কাছে আসার সময় মাঝ আকাশে সামরিক হেলিকপ্টারের সঙ্গে উড়োজাহাজটির সংঘর্ষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সিকোরস্কি ইউএইচ-৬০ মডেলের ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারটিতে তিনজন মার্কিন সেনা সদস্য ছিলেন।

এদিকে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, বিধ্বস্ত হওয়া আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানটিতে ৬০ জন যাত্রী এবং চারজন ক্রু সদস্য ছিলেন।

আমেরিকান এয়ারলাইনসের মতে, উড়োজাহাজটি ছিল আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৫৩৪২, যা ক্যানসাসের উইচিটা থেকে আসছিল। এদিকে পেন্টাগন জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি ছিল একটি সিকরস্কি এইচ-৬০, যেটি ভার্জিনিয়ার ফোর্ট বেলভোয়ার থেকে উড্ডয়ন করেছিল।

সিবিএসের খবরে বলা হয়েছে, তিনজন মার্কিন সেনা হেলিকপ্টারটিতে ছিলেন।

এ ঘটনার তদন্ত করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিবিসির সম্প্রচার সহযোগী, সিবিএসের মতে, পটোম্যাক নদী থেকে এখন পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে ইউএস পার্ক পুলিশ, ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীসহ কয়েকটি সংস্থা। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলগুলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে এই উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

আরি শুলম্যান নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এনবিসি ওয়াশিংটনকে বলেছেন, তিনি বিমানবন্দরের জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় বিমান দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন। তিনি বলেন, উড়োজাহাজটিকে স্বাভাবিকভাবে উড়তে দেখননি। এটির ডান পাশ থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল। স্ফুলিঙ্গ প্লেনের নাক থেকে এর লেজে পর্যন্ত চলে যাচ্ছিল।’

হতাহত

হতাহতের বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

তবে সিবিএস জানিয়েছে ১৮টি মৃতদেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাত্রীবাহী বিমানটিকে পোটোম্যাক নদীতে অর্ধেক ভাগ হয়ে যেতে দেখা যায় এবং হেলিকপ্টারটি পানিতে উল্টে পড়ে যায়।

সিবিএস নিউজের খবরে আরো বলা হয়েছে, পুলিশ ও ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের সন্ধান করছে। পুলিশ বোটগুলোকে সহায়তা করছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা কী বলছেন?

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমাকে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত করা হয়েছে এবং আমি পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ঈশ্বর তাদের আত্মাকে শান্তি দিন।’

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এই দুর্ঘটনায় পতিত লোকদের জন্য দোয়া চেয়েছেন। প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ এবং পরিবহনসচিব শন ডাফি- তারাও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানিয়েছেন।

আমেরিকান এয়ারলাইনসের সিইও রবার্ট ইসম এয়ারলাইনসের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আল-শারাই সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: বিদ্রোহী নেতা আহমেদ আল-শারা সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানার বরাতে এ খবর জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

সামরিক কর্মকর্তা হাসান আবদেল ঘানির বরাতে সানার খবরে বলা হয়েছে, সাময়িক সময়ের জন্য আল-শারাকে সরকার গঠনের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী এই সময়ে তিনিই সরকার চালিয়ে নেবেন; যতক্ষণ না নতুন সংবিধান গৃহীত হয়।

আল-শারা সিরিয়ার বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নেতা। এইচটিএস গেল মাসে আকস্মিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আসাদের পতনের পর কার্যত এইচটিএস সিরিয়ার চালকের আসনের রয়েছে। তারা একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছে; যা মূলত স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, যা আগে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে চলেছিল।

আবদেল ঘানি দেশের বিভিন্ন সশস্ত্র দল বিলুপ্ত করার ঘোষণাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সশস্ত্র দলগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একাত্ম করা হবে।

রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা সানা আবদেল ঘানিকে উদ্ধৃত করে বলেছে, ‘সমস্ত সামরিক দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে... এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়েছে। আসাদ সরকারের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নিরাপত্তা সংস্থা ও বাথ পার্টি বিলুপ্ত করা হয়েছে।’

এইচটিএস ও বিদ্রোহী অন্য গোষ্ঠীর মধ্যকার দামেস্কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব ঘোষণা এসেছিল। ডিসেম্বরে গঠিত সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীরাও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আল-শারার গোষ্ঠী একসময় আল-কায়েদার সহযোগী ছিল। তারা সিরিয়ায় এখন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন ও নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবে নির্বাচন আয়োজনে চার বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা।

একটি একীভূত সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের কথাও বলেছেন আল-শারা। তবে অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন পক্ষ কিভাবে একত্র করবে সেটি এখন দেখার বিষয়।

টিকটক লাইভের মধ্যেই গুলি করা হয় কুরআন অবমাননাকারী সেই যুবককে

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালে পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি কপিতে আগুন দিয়ে মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভের সৃষ্টি করা সালওয়ান মোমিকা (৩৮) নামের সেই যুবক সুইডেনে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন। টিকটকে লাইভের সময় গুলি করা হয় মোমিকাকে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে।

সুইডিশ মিডিয়া বলছে, মোমিকা যখন গুলিবিদ্ধ হয়, তখন সে টিকটকে লাইভ স্ট্রিমিং করছিলেন। গণমাধ্যমের তথ্য মতে, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে টিকটকের সেই লাইভটি বন্ধ করেছে। অর্থাৎ, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও মোমিকার টিকটক থেকে লাইভ চলছিল।

স্থানীয় প্রশাসনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ঘটনাটি একটি বাড়ির ভেতরে ঘটেছে এবং যখন পুলিশ সেখানে পৌঁছায়, তখন তারা এক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’ পরে, পুলিশ নিশ্চিত করে যে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং তারা হত্যার তদন্ত শুরু করেছে। ডেনমার্কের পুলিশকেও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে বলে জানানো হয় প্রতিবেদনে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, তারা গুলির এ ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এ ঘটনায় রাতারাতি পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসিকিউটররা তাদের আটক করেছে।’ প্রসিকিউটর রাসমাস ওমান আন্তর্জাতিক একটি বার্তা সংস্থাকে বলেছেন, ‘আমরা খুব প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অবৈধ অভিবাসীদের গুয়ান্তানামো বে পাঠাবেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গুয়ানতানামো বেতে একটি অভিবাসী বন্দি কেন্দ্র নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষ রাখার ব্যবস্থা করতে প্রতিরক্ষা বিভাগ আর হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। বিবিসির খবরে বলা হয়, অবৈধ অভিবাসী আর অনুপ্রবেশকারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রেকে ভয়ঙ্কর দেশে পরিণত করতে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) লেকেন রিলে অ্যাক্টে সই করেন ট্রাম্প। এতে অবৈধ অভিবাসীদের এখন দুষ্কৃতিকারী হিসেবে দেখবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার না করলে আইনী জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে। অবৈধ অভিবাসীদের ধরে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে সেখানে কয়েদি রাখার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজে তিনি জানিয়েছেন, মার্কিনীদের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টিকারী সবচেয়ে কুখ্যাত বহিরাগত অপরাধীদের সেখানে রাখা হবে। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট। নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত জানার পরও সেখানে অবৈধ অভিবাসীদের পাঠানোর নির্দেশটি স্পষ্ট বর্বরতা। গুয়ানতানামো কারাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার যা বন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। এই কারাগারে বন্দীদের বিনাবিচারে আটক রাখা হয় এবং তথ্য আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে বন্দীদের ওপর যৌন অত্যাচার, ‘ওয়াটার বোর্ডিং’-সহ বিবিধ আইনবহির্ভূত উপায়ে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের প্রকার ও মাত্রা এতই বেশি যে এই কারাগারকে ‘পৃথিবীর নরক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পেস্ট্রি বিশ্বকাপ জাপানের

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সকে হারিয়ে ২০২৫ সালের পেস্ট্রি বিশ্বকাপ জিতেছে জাপান। বিশ্বকাপে প্রথম স্থান অধিকার করে জাপান স্বর্ণপদক জিতেছে। ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য এবং মালয়েশিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ জিতেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

জাপানে স্কুলছাত্রদের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক আত্মহত্যা

আপনজন ডেস্ক: জাপানে ২০২৪ সালে স্কুলছাত্রদের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গেছে। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) জাপানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হাইস্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের আত্মহত্যার ঘটনা ২০২৩ সালের সংখ্যা ৫১৩ থেকে ২০২৪ সালে ৫২৭ জনে পৌঁছেছে।

তবে সামগ্রিকভাবে জাপানে আত্মহত্যার প্রবণতা ৭.২ শতাংশ কমেছে। গত বছর চরম শিল্পায়িত জাপানে ২০২৬৮ জন আত্মহত্যা করে।

রাশিয়ার তৈরি ক্যান্সারের টিকার প্রয়োগ সেপ্টেম্বরে

আপনজন ডেস্ক: সব ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তৈরি ক্যান্সারের টিকার প্রয়োগ শুরু হবে। চলতি গ্রীষ্মেই এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন মিলতে পারে। এর ফলে আগামী সেপ্টেম্বরে এই টিকা দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক আলেকজান্দার গিন্তসবার্গ।

তিনি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা রিয়া নভোস্তিকে বলেন, ‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া রোডম্যাপ পরিকল্পনা অনুযায়ী, সম্ভবত আগস্টের শেষ নাগাদ আমরা অনুমোদন পাব। অনুমোদন পেলে আমরা সেপ্টেম্বরেই ক্যান্সারে আক্রান্তদের চিকিৎসা শুরু করতে পারব।’ এর আগে বিশ্বের প্রথম নিবন্ধিত কভিড-১৯ ভ্যাকসিন স্পুনিক-৫ তৈরি করেছিল গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি। ২০২২ সালে নতুন একটি ক্যান্সার টিকা তৈরির জন্য এমআরএনএ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিল। গত মাসে সংবাদমাধ্যম আরটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গামালেয়ার প্রধান ক্যান্সারের নতুন টিকা সম্পর্কে বলেন, যাদের এরই মধ্যে ক্যান্সার শনাক্ত হয়েছে, তাদের এই টিকা দেওয়া হবে। এই টিকা নেওয়া ব্যক্তির শ্বেতরক্তকণিকা টিউমার কোষের পৃষ্ঠে থাকা অ্যান্টিজেন শনাক্ত করতে পারবে। এরপর শ্বেতরক্তকণিকা ক্যান্সার কোষ খুঁজে বের করে পুরো শরীর থেকে সেগুলো ধ্বংস করবে।

জাপানে বিশাল সিংকহোলে পড়ল চালকসহ ট্রাক, চলছে উদ্ধার অভিযান

আপনজন ডেস্ক: সুইমিংপুল আকৃতির বিশাল এক সিংকহোল থেকে জাপানে উদ্ধারকর্মীরা একজন ট্রাকচালককে কয়েক দিন ধরে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে। রাজধানী টোকিওর কাছে সাইতামা প্রিফেকচারের ইয়াশিও শহরে হওয়া ওই সিংকহোলটি আস্ত একটি ট্রাক গিলে ফেলেছে। সিংকহোল তৈরি হওয়ায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। কর্মকর্তারা এলাকার অনেক পরিবারকে তাদের বাড়িঘর খালি করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় মিডিয়া জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে ৭৪ বছর বয়সী ড্রাইভারকে শেষবার উদ্ধারকারীদের সাড়া দিতে শোনা গিয়েছিল। এরপর আর শোনা যায়নি। জরুরি বিভাগের কর্মীরা সুইমিংপুল আকারের সিংকহোলটি থেকে ট্রাকের অর্ধেক উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও ড্রাইভারের কেবিনটি ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে আছে। প্রথম গর্তটি ছিল প্রায় ১০ মিটার (৩৩ ফুট) চওড়া এবং ৫ মিটার গভীর। ভূগর্ভস্থ সুয়্যারেজ পাইপ ফেটে যাওয়ার কারণে এটি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ থেকে বর্জ্য পানি বের হয়ে গর্তটি প্লাবিত হয় এবং এর পরেই বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সিংকহোলটি দেখা দেয় এবং রাস্তাটি তখন আরো ধসে পড়ে।

ট্রাম্পের মামলায় মেটার ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ!

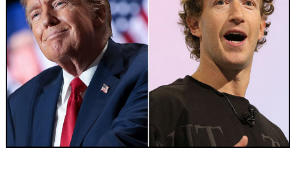

আপনজন ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট স্থগিতের ঘটনায় করা মামলায় মেটা ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে। খবরটি প্রথমে প্রকাশ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হামলার পর ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করে মেটা। সে সময় প্রতিষ্ঠানটি জানায়, অন্তত দুই বছরের জন্য তাকে নিষিদ্ধ রাখা হবে। এ ঘটনার পর মেটা ও এর সিইও মার্ক জাকারবার্গের বিরুদ্ধে মামলা করেন ট্রাম্প। তবে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে, জুলাই মাসে, ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় মেটা।

মামলা নিষ্পত্তির অর্থের মধ্যে ২২ মিলিয়ন ডলার ট্রাম্পের প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরির তহবিলে যাবে, বাকিটা আইনি খরচ ও অন্যান্য পক্ষের মধ্যে ভাগ হবে। তবে মেটা এই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে স্বীকার করেনি।

এদিকে, চীনের ডিপসিকের উত্থানের পরও এআই খাতে ৬৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে মেটা। কোম্পানিটি জানায়, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

জাকারবার্গ জানিয়েছেন, ডিপসিকের উত্থান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তবে এখনই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। তার মতে, এআই উন্নয়নের জন্য বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য উন্নত সেবা আনবে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৭ মাঘ ১৪৩১, ১ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সঠিক কাজ

প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, ‘আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!’ সেই শুভদিন আসা সহজ নহে, তবে তাহা একসময় আসিবে নিশ্চয়ই। গত অর্ধশতকে চারিদিকে বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বৈভব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার চোরাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র বিশ্বই এত অস্থিতিশীল ও অস্থির হইয়া উঠিতেছে যে, পৃথিবীবাসী যেন স্বস্তিময় জীবন হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে বহু যোজন দূরে। যদিও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ‘সুখ’ ব্যাপারটা হইল ‘স্টেট অব মাইন্ড’। এই ক্ষেত্রে কোটি টাকার প্রশ্ন তোলা যায়—কতখানি সুখে রহিয়াছে বাংলাদেশের মানুষ? মহাভারতের একটি অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা। সেইখানে এক জায়গায় যখন আত্মীয়দের হটাইয়া অখণ্ড রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘এখন কি হইয়াছ সুখী?’ দুর্যোধন তখন দম্ভ ভরিয়া এই উত্তর দেন—‘সুখ চাহি নাই মহারাজ!/ জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।’ অর্থাত্ সুখের দরকার নাই, জয় অর্জনই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বের অনেকের নিকট দুর্যোধনের মতো জয়টাই মুখ্য, সুখ নহে। আর এইখানেই যত সংকট, যত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা।

ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল থাকিবেই। এই জন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস বলিয়াছেন ধৈর্যের কথা। তিনি মনে করিতেন, ধৈর্যের অভাবের কারণে অনেক বড় বড় সম্ভাবনা ধ্বংস হইয়া যায়। বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমি মনে করিতেন—ধৈর্য মানে ভবিষ্যেক দেখতে পাওয়া। এই জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যখন মানুষকে সীমাহীন কষ্ট, বালামুসিবত, বাধাবিপত্তির মধ্যে ফেলেন, তখন তিনি দেখিতে চাহেন—ঐ ব্যক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি না। যাহার মধ্যে ধৈর্য নাই, ধরিয়া লইতে হইবে তিনি একজন দুর্বল মনের মানুষ। একইভাবে, যাহার ধৈর্য নাই, তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও নাই। অধৈর্য অস্থিরতা কত বড় ক্ষতি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুলজারের দেশভাগসংক্রান্ত একটি গল্প হইতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় একটি গরিব পাঞ্জাবি পরিবার সদ্যোজাত যমজ বাচ্চা লইয়া ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ছাদে উঠিয়াছেন। ভিড়ের চাপে বাবা-মা খেয়ালই করেন নাই কখন তাহাদের একটি বাচ্চা মারা গিয়াছে। ট্রেন তখন নদী পার হইতেছে, একজন বলিয়া উঠিলেন, সর্দারজি, মরা বাচ্চাকে আর কোলে রাখিয়া লাভ নাই, গুনাহ হইবে, নদীতে ভাসাইয়া দাও। দেশভাগ, দেশত্যাগ, বাচ্চার মৃত্যু—সর্দারজির তখন মাথার ঠিক নাই, তিনি বউয়ের কোল হইতে জোর করিয়া বাচ্চাটিকে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দিলেন নদীর জলে। রাতের অন্ধকারে একটি বাচ্চার কান্নার কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণেই সর্দারজি সন্দিহান হইয়া বউয়ের কোলে হাত দিয়া দেখিলেন—তাহার বউ মরা বাচ্চাটিকে কোলে লইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন। জীবিত বাচ্চাটি তখন নদীর গভীরে। অর্থাত্ তাড়াহুড়া করিতে গিয়া তিনি মৃত বাচ্চার পরিবর্তে জীবিত বাচ্চাটিকেই ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন!

আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া হীরা ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লই হাতে। অমূল্য হীরা হারাই, আর যেই কাচ তুলিয়া লই, তাহাতে হাত কাটে। সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে ঠান্ডা মাথায়। ইহার সহিত ভুলিয়া গেলে চলিবে না—একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আধাসামন্তবাদী সমাজ হইতে আমাদের উত্তরণ ঘটিয়াছে। কোনো অন্ধকারই রাতারাতি দূর হয় না। ইহাও দূর হইতে সময় লইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের সুরা নাজম ৩৯ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন—‘মানুষ যাহা চেষ্টা করে, তাহাই সে পায়।’ সুতরাং আমাদের সঠিক কাজটি করিতে হইবে।

•••••••••••••

পশ্চিমবঙ্গে কেন বাংলাদেশ নিয়ে বিরোধিতা বাড়ছে?

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি ছাত্র-শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশে আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন এবং ভারতে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। আলোচনার আগে তারা একটি প্রশ্ন পাঠায়, যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে আবহ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা কী ভাবছেন? লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী।**

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি ছাত্র-শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশে আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন এবং ভারতে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। আলোচনার আগে তারা একটি প্রশ্ন পাঠায়, যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে আবহ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা কী ভাবছেন? প্রশ্ন দেখে অনেকক্ষণ ভাবলাম। তারপরে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করলাম, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতে যে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে ভারত তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেও কোনো নামকরা বুদ্ধিজীবী মুখ খোলেননি। আলোচনার সময়ে সে কথাই বললাম এবং এ-ও জানালাম যে সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে তারকা শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম কবীর সুমন, যিনি আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশ-বিরোধিতা ও ‘ইসলামোফোবিয়া’র বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান নিয়েছেন।

কেন এমনটা হলো? কেন মাত্র ছয় মাসের মধ্যে যে দেশকে ভারত দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, সম্ভবত গোটা বিশ্বে তার প্রথম ও প্রধান বন্ধু হিসেবে মনে করত, তার বিরুদ্ধে এই সাংঘাতিক প্রচার শুরু করল? প্রশ্নটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এর প্রথম ও প্রধান কারণ হলো, ভারতের সমাজে ‘গোলপোস্ট’ অর্থাৎ মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে গেছে। খাতা-কলমে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও আসলে আর তা নয়। এর জন্য পুরোপুরি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা বিজেপিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যেকোনো সংগঠনের মতোই তারাও চেয়েছে তাদের মতাদর্শের প্রচার। তাদের প্রচারের কারণেই হোক বা মানুষের স্বাভাবিক পরিবর্তন-স্পৃহার জন্যই হোক, ভারতের সমাজে একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। একসময় যে ভারতে প্রশ্ন করা হতো একজন ধর্মনিরপেক্ষ, না ধর্মনিরপেক্ষ নয়, আজকে সেখানে প্রশ্ন করা হয় যে একজন হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী। এটাই ‘গোলপোস্ট’ অর্থাৎ মৌলিক সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তন।

ভারতে এখন একটাই ন্যারেটিভ এবং সেটা হিন্দুত্ববাদী। শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল, যেমন সিপিআইএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মাক্সবাদী) বা হয়তো নকশালপন্থীরাও কোনো না কোনোভাবে হিন্দুত্বের দ্বারা প্রভাবিত। এটা ঠিক নির্বাচনে জেতা-হারার প্রশ্ন নয়, সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্ন। এটা হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে করতে পেরেছেন। এ কারণে, সিপিআইএমকেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ব্যানার লাগাতে হয়, ‘বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধ করো’ লিখে। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেসকেও ধারাবাহিকভাবে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধের দাবিতে পথে নামতে হয়। প্রচারমাধ্যম যখন দেখে, সব দলই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধের কথা বলছে—যেন বাংলাদেশে আর কোনো ইস্যু নেই—তখন তারাও সে কথাই বলে এবং সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে সেটাই লেখে।

ভারতে এখন একটাই ন্যারেটিভ এবং সেটা হিন্দুত্ববাদী। শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল, যেমন সিপিআইএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মাক্সবাদী) বা হয়তো নকশালপন্থীরাও কোনো না কোনোভাবে হিন্দুত্বের দ্বারা প্রভাবিত। এটা ঠিক নির্বাচনে জেতা-হারার প্রশ্ন নয়, সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্ন। এটা হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে করতে পেরেছেন। এ কারণে, সিপিআইএমকেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ব্যানার লাগাতে হয়, ‘বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধ করো’ লিখে। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেসকেও ধারাবাহিকভাবে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধের দাবিতে পথে নামতে হয়।

কেউ কখনো বলে না—বিশেষত বুদ্ধিজীবীরা—যে আমাদের একটা দল গঠন করে বাংলাদেশে গিয়ে দেখা দরকার, অত্যাচার কি শুধু হিন্দুদের ওপরে হয়েছে, নাকি মুসলমানদের ওপরেও হয়েছে? বা কীভাবে একটা দল ১৬ বছর নির্বাচন না করে ক্ষমতায় থেকে চরম নৈরাজ্যের জন্ম দিল? এসব যে তাদের দেখা বা বোঝা দরকার, সে কথা পশ্চিমবঙ্গের কোনো আবেগতাড়িত বুদ্ধিজীবী এখনো বলেননি। অথচ গত ১৬ বছর ধরে তাঁদের—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সংগীতশিল্পী, চিত্র পরিচালক, অভিনেতা থেকে তাবৎ লেখক-কবির—বড় অংশের রোজগার এসেছে বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু এখন তাঁদের একজনও প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করেন না কেন পরিস্থিতি এ জায়গায় পৌঁছাল, দ্বন্দ্ব এমন চরম আকার নিল।

এর নানা কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ হতে পারে যে এই বুদ্ধিজীবীরা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নানান দাক্ষিণ্য পান, ফলে বড় বিতর্কিত বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে ভয় পান। দ্বিতীয়ত, ভারতে একটা ট্র্যাডিশন আছে যে কেউই চট করে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন না। এমনকি মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল, যারা কথায় কথায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলাধোনা করে, তারাও পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে কেন্দ্রের নীতিই অনুসরণ করে, যেমন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয়ত, ভারতে বরাবরই একটা বাংলাদেশ-বিরোধিতা ছিল। শুধু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত অতীতে বাংলাদেশকে দেখেছে। এটা গত ১০ বছরে ‘ইসলামোফোবিয়া’ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। কিন্তু সেটা চেপে রাখা হতো (মাঝেমধ্যে ছাড়া, যখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশিদের ‘উইপোকা’ বলতেন), কারণ ঢাকায় ভারতের বন্ধু সরকার ছিল। প্রধান রাজনৈতিক দল বিজেপি কখনোই খোলাখুলি আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করত না। করার মতো ইস্যু থাকলেও করত না এবং এর জন্য বিজেপি বা ভারতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, শেখ হাসিনার ভাষাতেই ভারত গত ১৬ বছরে বাংলাদেশের থেকে যা পেয়েছে, তা তাদের মনে রাখার কথা। দিল্লি ও বিজেপি সেটা মনে রেখেছিল, তারা হাসিনা বা বাংলাদেশবিরোধী প্রচারে জড়ায়নি। ভারতের কূটনীতিকদের বক্তব্য, যেকোনো দেশই নিজের স্বার্থ দেখবে, ভারতও দেখেছে। এ কারণেই ভারতে ‘ইসলামোফোবিয়া’ চরমে পৌঁছানোর পরেও একটি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত মুখ খোলেনি।

ভারতে যে ‘ইসলামোফোবিয়া’ মুসলমানসমাজকে ভোগ করতে হয়, এখন বন্ধু সরকার চলে যাওয়ার পরে তার কিয়ংদংশ বাংলাদেশকে করতে হচ্ছে এবং হবে। কোনো রাজনৈতিক দলই সরাসরি এর বিরোধিতা করবে না, কারণ ভারতে রাজনীতির ‘গোলপোস্ট’ পরিবর্তন হয়ে গেছে—সবাই হিন্দু ভোট হারানোর ভয়ে ভীত।

এই ‘ইসলামোফোবিয়া’ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে বাড়বে; কারণ, ২০২৬ সালের গোড়ায় এই রাজ্যে বিধানসভা ভোট আছে। বিজেপির কাছে পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো ইস্যু নেই, যা দিয়ে তারা তৃণমূলকে ঘায়েল করতে পারে। একমাত্র ইস্যু বাংলাদেশ ও সংখ্যালঘু নির্যাতন। এ নিয়ে তারা আরও বেশি করে কথা বলবে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিপদে পড়লে রাজ্য বিজেপির কিছু করার নেই।

তবে উল্লেখযোগ্যভাবে ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হলো বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কে একটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এর প্রধান কারণ চীন। গত ১৫ বছরে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহৎ শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে যে সরকার পাকাপাকিভাবে আসবে, তার সঙ্গে চীন তার সম্পর্ক আরও উন্নত করতে চেষ্টা করবে, বেইজিং ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়ে সেটা জানিয়েছে। ফলে, দিল্লি বুঝে গেছে, অভিমান করে বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে ভারতের ছেড়ে দেওয়া জায়গা দখল করবে চীন; যেমন তারা করেছে আফগানিস্তানে, যুক্তরাষ্ট্র পাততাড়ি গোটানোর পরে।

ভারত বোঝে, এটা ২০০১-০৬ সাল নয়, যখন বিএনপি-জামায়াতের সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস-বিজেপির সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছিল। এই ২০ বছরে চীনের উত্থানের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে যে পরিমাণে ব্যবসা বেড়েছে, সেটাও প্রায় অবিশ্বাস্য। সেটাও মাথায় রেখে দুই দেশই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করবে। এ কারণে, বাংলাদেশে যে সরকারই আসুক, ভারতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক স্তরে তার সম্পর্ক অতীতের মতো খারাপ হবে না। কিন্তু দল হিসেবে বিজেপির এ রকম কোনো দায় নেই। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপির লাইন নিয়েছে। বিশিষ্টজনেরা নিয়েছেন চুপ থাকার লাইন। যে কারণে কলকাতা বইমেলা বা চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশকে আসতে দেওয়া না হলেও মধ্য মেধার ডান-বাম বা মধ্যপন্থী বিশিষ্টজনেরা চুপ থাকেন। বস্তুত, বুদ্ধিজীবীরা নন, সামান্য হলেও সম্পর্ক খারাপ হওয়ার প্রতিবাদ কলকাতায় করেছেন ছোট ব্যবসায়ীরা। তাঁদের যে পেটে টান পড়েছে।

এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হবে। তবে আবার ধীরে ধীরে ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হলে পশ্চিমবঙ্গও তখন আবার কেন্দ্রীয় সরকারের লাইন নেবে। আপাতত আশায় থাকতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে নির্বাচনের পরে সম্পর্কে একটা ইতিবাচক উৎসাহ অনুভূত হবে।

সৌজন্যে: প্র. আ.

পাকিস্তানের ‘দুবাইয়ে’ কেন এমন প্রতিরোধ আর আক্রমণ

শাহ মির বালুচ ও হান্না এলিস পিটারসন

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ছোট একটি বন্দরনগরী গদর। সেখানে চীনের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে একটি বিমানবন্দর। বিমানবন্দরটি বর্তমানে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ এটিকে আখ্যা দিয়েছেন ‘পাকিস্তান ও চীনের সহযোগিতার প্রতীক’ হিসেবে। এই প্রকল্প ঘিরে বাস্তবতা কিছুটা ভিন্নচিত্র তুলে ধরে। ২০ জানুয়ারি বিমানবন্দর উদ্বোধনের দিন পুরো গদর শহর কঠোর নিরাপত্তার আওতায় ছিল। অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের শীর্ষ সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকলেও চীনা সরকারের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। যদিও বিমানবন্দরটির নির্মাণের খরচ ২৩ কোটি ডলার চীনই বহন করেছে।

চীনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে গদর চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) প্রাণকেন্দ্র। ২০১৫ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের অধীনে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে চীন পাকিস্তানে প্রায় ৬২ বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিমানবন্দর, মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র।

পাকিস্তানে গত এক দশকের অস্থিরতার পর সিপিইসির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দরিদ্র বেলুচিস্তান অঞ্চলে চীনের প্রভাব এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে গদরে চীনের প্রকল্পগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

‘পাকিস্তানের দুবাই’ হিসেবে গদরকে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় চীনের প্রতি স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ বেড়েছে। তাদের অভিযোগ, এসব বিনিয়োগকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে শহরটি কার্যত একটি উচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে পরিণত হয়েছে। চীনা কর্মীদের জন্য আলাদা এলাকা, নিরাপত্তাচৌকি, ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ এবং সামরিক উপস্থিতি শহরের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

গদরে বেশ কিছু প্রকল্প স্থানীয় জনগণের তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একটি উদাহরণ গভীর সমুদ্রবন্দর। বন্দরটি থেকে যে মুনাফা হয়, তার ৯০ শতাংশ চীনাদের হাতে যায়। ফলে স্থানীয় জেলেরা সমুদ্রের ব্যবহার থেকে প্রায় বঞ্চিত। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের নৌকাগুলো নিরাপত্তাবাহিনী বারবার তল্লাশি করে। বন্দর থেকে তাঁদের কোনো লাভ তো হচ্ছেই না, বরং তাঁদের জীবিকা নির্বাহে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

সিপিইসি পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের রোষানলে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক স্টেট এবং পাকিস্তান তালেবান। এ ছাড়া বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) নামের একটি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী চীনের বিরুদ্ধে সম্পদ শোষণের অভিযোগ এনেছে। সিপিইসি বন্ধ করতে তারা সহিংস অভিযান শুরু করেছে। গত অক্টোবরে করাচি বিমানবন্দরের কাছে একটি সন্ত্রাসী হামলায় দুই চীনা নাগরিক নিহত হন। এর আগে বিএলএর বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী বোমা হামলা ও গুলিতে চীনা ও পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রাণহানি ঘটেছে।

চীনা কর্মীদের নিরাপত্তা এখন সিপিইসির জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রকল্পটির দ্বিতীয় ধাপ এখনো শুরু করা যায়নি। মূল পরিকল্পনা অনেক ছেঁটে আনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। চীন ইতিমধ্যে পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী সরিয়ে নিয়েছে। গদরে নতুন কোনো চীনা কর্মী এলেই সামরিক-গ্রেডের নিরাপত্তাব্যবস্থা জারি করা হয়। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

চীনের রাজনৈতিক সচিব ওয়াং শেংজি এক সাক্ষাৎকারে চীনের বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ‘যদি নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, এই পরিবেশে কে কাজ করতে আসবে? গদর ও বেলুচিস্তানে চীনাদের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে’।

শেংজি আরও উল্লেখ করেন যে পাকিস্তানের নীতিনির্ধারকরা এমন প্রকল্প চেয়েছেন, যা অর্থনৈতিকভাবে তেমন কার্যকর নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে সাধারণ মানুষ চীনের বিনিয়োগের সুফল পাচ্ছে না। শেংজির মতে, পাকিস্তান সরকার সিপিইসি নিয়ে ‘অবাস্তব আশার কথা’র কথা প্রচার করছে। ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশার জন্ম নিয়েছে।

চীনের বিনিয়োগের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি যতটা না অর্থনৈতিক, তার চেয়ে বেশি সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যেমন কেন গদরের মতো মাত্র দেড় লাখ লোকের এক দরিদ্র শহরে পাকিস্তানের বৃহত্তম বিমানবন্দর তৈরি করা হলো? গদরে নির্মিত গভীর সমুদ্রবন্দরটিও বাণিজ্যিকভাবে বিশেষ কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। গত পাঁচ বছরে বন্দরটিতে যে সামান্যসংখ্যক বাণিজ্যিক জাহাজ নোঙর করেছে, তাদের বেশির ভাগই আফগানিস্তানে যাওয়ার পথে শুধু ট্রানজিটের জন্য থেমেছে। বন্দরটি বর্তমানে লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে।

এসব বাস্তবতা চীনা বিনিয়োগের কার্যকারিতা এবং পাকিস্তানে সিপিইসির দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে।

গদরের গভীর সমুদ্রবন্দর এবং বিমানবন্দর সামনে রেখে চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে চীন বন্দরটিকে তার নৌবাহিনীর একটি কৌশলগত ঘাঁটি এবং বিমানবন্দরটিকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়। পাকিস্তানে চীনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে কাজ করা কর্মকর্তারা বলেন যে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির বাহিনীকে পাকিস্তানে আনার এবং গদর বন্দরে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ ও সাবমেরিনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি চীনের ‘পুরোনো দাবি’। তা না হলে চীন পাকিস্তানকে চাপে রাখতে ঋণ পরিশোধ আর ভবিষ্যৎ সিপিইসি বিনিয়োগ আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এটি পাকিস্তানের জন্য এক বড় আঘাত হতে পারে। কারণ, দেশটি মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে। তার বিদেশি মুদ্রা ও বিনিয়োগের বেশি বিকল্পও নেই।

চীনের এই সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেরও দীর্ঘদিনের উদ্বেগ রয়েছে। দুই দেশই চীনকে সরাসরি নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে দেখে। চীনা রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি পাকিস্তানি পাওয়ার কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। সূত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ চাপের কারণেই তা হতে পারেনি। পাকিস্তান এখনো চীনের ওপর নির্ভরশীল। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখাও দরকার। দেশটি এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে লড়াই করছে।

সিপিইসি প্রকল্পগুলোকে চীনের সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য কোনো চুক্তি হওয়ার কথা পাকিস্তানের সরকারি ও সামরিক উভয় পক্ষই অস্বীকার করেছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকার বর্তমানে চীনের সঙ্গে দর-কষাকষিতে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। গত বছর চীন সফরে শাহবাজ শরিফ চীন থেকে ১৭ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগের অনুরোধ করলেও তা ইতিবাচক সাড়া পায়নি।

এভাবে চলতে থাকলে চীন সিপিইসি প্রকল্পগুলোর ব্যাপ্তি কমিয়ে আনতে পারে। তবে পাকিস্তান থেকে তার পুরোপুরি সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চীনের ভূরাজনৈতিক কৌশলের জন্য পাকিস্তান এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান।

শাহ মির বালুচ গার্ডিয়ানের দিল্লি প্রতিনিধি
হান্না এলিস পিটারসন গার্ডিয়ানের দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি
গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

গয়েশপুর গার্লস মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী দিবস পালন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষের গয়েশপুর এস এ এইচ গার্লস হাই মাদ্রাসায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব নবী দিবস পালিত হলো। এটি খণ্ডঘোষের একমাত্র সরকারি মহিলা মাদ্রাসা, যেখানে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাদ্রাসার নিজস্ব ফুলের বাগান, ছোটদের খেলার মাঠ, মাল্টিজিমসহ নানা সুবিধা রয়েছে। এখানে অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষিকারা পাঠদান করেন এবং ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে মাদ্রাসায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা জেসমিন বেগম, স্থানীয় প্রধান অপূর্ব হাজরা, সেহারাবাজার বালিকা মাদ্রাসার সম্পাদক আবুল হাসান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী লুৎফর রহমান । অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের আবৃত্তি ও গজল পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট অতিথিরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষিকা নাজমা ইয়াসমিন ও আয়েশা মন্ডল। পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দারাও এ আয়োজনে বেশ উৎসাহ দেখান। নবী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নবীর মহান শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জেসমিন বেগম স্থানীয় ছাত্রীদের এই মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন এই মাদ্রাসায় শিক্ষিকারা প্রত্যেকেই আন্তরিক। উন্নত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। এই মাদ্রাসায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পড়তে পারে।

‘সীরাতুন নবী’ সভায় ‘নাত’ গেয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন দিলীপ

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: বিশ্ব নবীর স্মরণে পালিত হচ্ছে ‘সীরাতুন নবী’ শীর্ষক আলোচনা সভা। সেই সভার শুরুতেই ‘ওগো চাঁদ, তুমি বলে দাও, আমার নবীজি কোথায় ?’ হৃদয় স্পর্শী ‘নাত’ পরিবেশন করে সকলের মন কাড়লেন দিলীপ দাস। জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকল বিভেদের ভেঙে, দিলেন সম্প্রীতির বার্তা। এমনই চিত্র দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থানার অন্তর্গত খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) জীবন আদর্শ নিয়ে ‘সীরাতুন নবী’ শীর্ষক আলোচনা সভায়। বৃহস্পতিবার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আয়োজিত আলোচনা সভার পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন আহমেদ কাসেমীর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মাদ্রাসার লাইব্রেরিয়ান দিলীপ দাস বিশ্ব নবী’র স্মরণে ওই নাত পরিবেশন করেন। ‘সীরাতুন নবী’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার সময় আহমদ হাসান ইমরান শিক্ষার্থীদের বিশ্ব নবীর জীবন আদর্শ সম্পর্কে জানার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্ব নবীর জীবনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।’ এ সময় তিনি বিশ্ব নবীর জীবনী থেকে বেশ কয়েকটি ঘটনা এবং বিশ্ব নবীর জীবন অভ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। আদর্শ সমাজ গড়তে প্রত্যেকটি স্কুল মাদ্রাসায় বিশ্ব নবীর জীবন আদর্শ সমৃদ্ধ বই পুস্তক দিয়ে লাইব্রেরি করে তোলারও পরামর্শ দেন আহমেদ হাসান ইমরান। হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ডঃ শেখ কামাল উদ্দিন হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবনাদর্শ তুলে ধরে ঐক্য এবং সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন।’ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে নবীজির বাণীও চর্চা হয় এ দিন। সুস্থ সমাজ গড়তে বর্তমান শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত করেন বিশিষ্ট জনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মাদ্রাসা শিক্ষক সিয়ামত আলীর কথায়, ‘মাদ্রাসা হলো সম্প্রীতির পিঠস্থান । মাদ্রাসা হলেও যেখানে সর্ব ধর্মের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষা কর্মীদের মেলবন্ধনে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।’ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ দফাদার, হাবড়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মোতালেব মন্ডল, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শেখ মিনহাজ উদ্দিন, পঞ্চায়েত প্রধান জেসমিন সাহাজি, মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক মতিয়ার রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোশারফ মোল্লা প্রমুখ। রুহের মাগফেরাত ও বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। দোয়া করেন মুফতি আলাউদ্দিন আহমেদ কাসেমী।

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্রে ডাক্তারিতে ভর্তি নিয়ে বিক্ষোভ

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্রের দেখিয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল করার দাবি জানানো হয়। পরমব্রত রায় নিট দিয়ে ২০২৩ সালে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএসে কোর্সে ভর্তি হন। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির অভিযোগ, ডাক্তারি পড়ুয়া পরমব্রত প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে ২০২৩ সালের ৫ জুন তারিখে এসসি অর্থাৎ তফসিলি জাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে আগস্ট মাসের ১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে তফসিলি উপজাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। এবং সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই মেডিক্যালে ভর্তি হন। সমিতির আরও অভিযোগ, ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ৯ তারিখে বিসিডব্লু বিভাগের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, পরমব্রতর তফসিলি উপজাতির শংসাপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। তবুও তিনি এখনও মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতেই আদিবাসী সমিতির দাবি, যেহেতু অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁর জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে, তাই ভর্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের দাবি, “একজন ব্যক্তি কীভাবে একই সময়ে দুটি ভিন্ন জাতিগত শংসাপত্র পেতে পারে? এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! রাজ্য সরকারের ৬ শতাংশ তফসিলি উপজাতি সংরক্ষণ নীতির অপব্যবহার যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে প্রকৃত তফসিলি জনজাতির ছাত্রছাত্রীরা কোথায় যাবে?” অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. উৎপল দাঁ জানান, “অভিযোগ আসার পরই বিষয়টি স্বাস্থ্যভবন ও ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে জানানো হয়েছে। যেমন নির্দেশ আসবে তেমনই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

‘ভাষা নগর’ পত্রিকা প্রকাশ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় ভাষা নগর কবিতার গাড়িতে বইমেলা সংখ্যা ভাষা নগর পত্রিকার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।ভাষা নগর এর সম্পাদক জনপ্রিয় বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার নিজে এদিন বেশ কিছু কবিতা পড়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।কবি বিভাষ চৌধুরী, প্রদীপ আচার্য ও শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় সহ অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।বলা ভাল বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ কবিতার এই গাড়িটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অসংখ্য পাঠকের। এই গাড়িতে কবিতা বিতাণ, ভাষানগর,বেলুড় থেকে বাসনাপুর, মল্লিকা সেনগুপ্ত এর ‘কবিতা সমগ্র’ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বই এই গাড়িতে স্থান পেয়েছে। এদিন কবি টুম্পা রায় চৌধুরীর’তুমি অপরাজেয়’কাব্যগ্রন্থ বই মেলা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় কবি সুবোধ সরকার। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এর হাতে একটি পুস্তক তুলে দিয়েছেন কবি টুম্পা রায় চৌধুরী।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ এর পরিচালনায় ও স্থানীয় থানার ব্যবস্থাপনায় এদিন বৃহস্পতিবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। সাবধানে গাড়ি চালান, নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান।মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালাবেন না। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার ও কানে হেডফোন লাগাবেন না। মাথায় হেলমেট দিয়ে গাড়ি চালাবেন । ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার ব্যানার সহযোগে এবং মাইকিং করে পথচলতি মানুষ ও গাড়ীর চালকদের সচেতন করেন।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনশন, পাশে দাঁড়াল এপিডিআর

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে দুই ছাত্রের অনশন ১০০ ঘন্টা অতিক্রম করলো। সঙ্গে চলছে অবস্থান বিক্ষোভও। ছাত্রছাত্রীদের মূল দাবি, হস্টেলের সীট বৃদ্ধি এবং দূর্নীতিমুক্ত ক্যাম্পাস। অনশনের ১০০ ঘন্টা পার হলেও প্রশাসনের বিশেষ হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। আসলে কলকাতা শহরেও জেলা থেকে আসা মুসলমান ছেলেমেয়েদের হস্টেল সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছে। বিশেষত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের রবের মধ্যে জেলা থেকে আসা বাঙ্গালী মুসলমান তরুণ-তরুণীদের বাড়িভাড়া বা মেস পাওয়ার সমস্যা প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বুঝতেই চাইছে না। তারা তুলনা করছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে! যাদবপুরে কত ছাত্রছাত্রী, কত হস্টেল আর আলিয়ায় কত ছাত্রছাত্রী আর কত হস্টেল! অথচ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জেলা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা স্থানীয় ছাত্রছাত্রীর থেকে অনেক বেশি। প্রশাসনের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যাক্ত করেছেন এপিডিআর এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর। ছাত্রদের প্রতিবাদকে সমর্থন করে এপিডিআর দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে অনশন-অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দাবি মানা হোক।

সমিতির হাতে ফেরিঘাট হস্তান্তরের নির্দেশ

আলফাজ রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: নওদা থানা এলাকার ১৩ টি ফেরিঘাট পঞ্চায়েত সমিতির হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের । সেইমতো বৃহস্পতিবার থেকে খেয়া পারাপারে কোন টাকা নেওয়া যাবে না মুর্শিদাবাদ লাগোয়া ফেরিঘাটগুলিতে সেই নির্দেশ দিয়েছেন বিডিও। এদিন দুপুরে মুর্শিদাবাদের নওদার বিডিও দেবাশিস সরকার এবং নওদা পুলিশ আজলামপুর ও টিয়াকাটা ফেরিঘাটের ইজারাদারদের জানান কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে পারাপারের কোন টাকা নেওয়া যাবে না এবং পারাপারের বাঁশের সাঁকো সাত দিনের মধ্যে খুলে নিতে হবে। এই নির্দেশ পেয়েই ঘাটের ইজারদারদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে খেয়াঘাটের বাঁশের সাঁকো ভাঙতে শুরু করেন। গ্রামের একাংশ থানার পাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এমডি ইলিয়াস কে জানান বাশের সাঁকো উঠে গেলে তাদের ছেলে মেয়েদের বাড়ি ফিরতে সমস্যা হবে। সেইমতো থানার আধিকারিক ইজারাদারদের আপাতত বাঁশের সাঁকো ভাঙতে মানা করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পারাপার চালু হয় ।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

একদিন-একদিন করে কমে আসছে! আর উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এবারের মাধ্যমিক। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সব কিছু মিলিয়ে নেওয়ার পালা। বাংলার রচনা, ইংরেজির আনসিন, ইতিহাসের বড়ো প্রশ্ন, ভূগোলের ম্যাপ-পয়েন্টিং, জীবন বিজ্ঞানের আঁকা, অংকের সম্পাদ্য-উপপাদ্য-এক্সট্রা, ভৌত বিজ্ঞানের সমীকরণ-সব একদম ঠিক-ঠাক আছে কিনা, তা মিলিয়ে নেওয়ার এটাই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।
বছরভর আপনজনের স্টাডি-পয়েন্টে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ধরনের সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশ হয়েছে। এবার তাই প্রস্তুতির একেবারে শেষ পর্বে ৭ দিনে থাকবে সাতটি বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র। তোমাদের প্রস্তুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে ক্ষতি কী! কাজে লেগে যেতেই পারে! আশা করি, কাজে লাগবে। সকলকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন।।

সৌজন্যে: ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী

মক টেস্ট

ইতিহাস
HISTORY
Time- Three Hours Fifteen Minutes
(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)
Full Marks - 90
Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.
(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

বিভাগ- 'ক'

১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখ: ১×২০=২০

১.১ ভারতে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছিলেন-
(ক) রণবীর চক্রবর্তী (খ) বিপান চন্দ্র
(গ) রনজিৎ গুহ (ঘ) ইরফান হাবিব

১.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদনা করেছিলেন-
(ক) বঙ্গদর্শন পত্রিকা (খ) বামাবোধিনী পত্রিকা
(গ) দেশ পত্রিকা (ঘ) সোমপ্রকাশ পত্রিকা

১.৩ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন-
(ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (খ) মধুসূদন রায়
(গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

১.৪ প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থক একজন শিক্ষাবিদ হলেন-
(ক) আলেকজান্ডার ডাফ (খ) রামমোহন রায়
(গ) ডেভিড হেয়ার (ঘ) কোলব্রুক

১.৫ 'ব্রহ্মানন্দ' নামে পরিচিত ছিলেন-
(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কেশবচন্দ্র সেন
(গ) শিবনাথ শাস্ত্রী (ঘ) রাধাকান্ত দেব

১.৬ ভারতীয় বন বিভাগের সূচনা হয়েছিল-
(ক) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে (খ) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে
(গ) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (ঘ) ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে

১.৭ 'খুৎকাঠি প্রথা' প্রচলিত ছিল-
(ক) কোলদের মধ্যে (খ) ভীলদের মধ্যে
(গ) সাঁওতালদের মধ্যে (ঘ) মুন্ডাদের মধ্যে

১.৮ মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন-
(ক) লর্ড ক্যানিং (খ) লর্ড ডালহৌসি
(গ) লর্ড বেন্টিঙ্ক (ঘ) লর্ড লিটন

১.৯ 'বর্তমান ভারত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল -
(ক) সঞ্জীবনী পত্রিকায় (খ) বঙ্গদর্শন পত্রিকায়
(গ) উদ্বোধন পত্রিকায় (ঘ) প্রবাসী পত্রিকায়

১.১০ 'ভারতমাতা' চিত্রে ভারতমাতার হাতের সংখ্যা-
(ক) ২ টি (খ) ৩ টি
(গ) ৫ টি (ঘ) ৪ টি

১.১১ ভারতে হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং -এর উদ্ভাবক ছিলেন
(ক) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (খ) জেমস হিকি
(গ) ওয়ারেন হেস্টিংস (ঘ) সুকুমার রায়

১.১২ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন-
(ক) অরবিন্দ ঘোষ (খ) রাসবিহারী ঘোষ
(গ) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) তারকনাথ পালিত

১.১৩ রুম্পা বিদ্রোহ হয়েছিল-
(ক) কেরলে (খ) পাঞ্জাবে
(গ) অন্ধ্রপ্রদেশে (ঘ) মহারাষ্ট্রে

১.১৪ ভারতে প্রথম 'মে দিবস' পালিত হয়েছিল-
(ক) মাদ্রাজে (খ) দিল্লিতে
(গ) কলকাতায় (ঘ) লাহোরে

১.১৫ নীচের নামগুলির মধ্যে বেমানান হল-
(ক) মানবেন্দ্রনাথ রায় (খ) অবনী মুখার্জী
(গ) সি. মার্টিন (ঘ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১.১৬ প্রথম বয়কট আন্দোলনের ডাক দেন-
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু (খ) চিত্তরঞ্জন দাস
(গ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) কৃষ্ণকুমার মিত্র

১.১৭ কল্পনা দত্তকে 'অগ্নিকন্যা' নামে অভিহিত করেছিলেন-
(ক) সূর্য সেন (খ) গণেশ ঘোষ
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) লীলা নাগ

১.১৮ 'সত্যশোধক সমাজ' গঠন করেছিলেন-
(ক) জ্যোতিবা ফুলে (খ) মহাত্মা গান্ধী
(গ) আম্বেদকর (ঘ) রামস্বামী নাইকার

১.১৯ 'নেহরু - লিয়াকত চুক্তি' -র অপর নাম-
(ক) বোম্বে চুক্তি (খ) দিল্লি চুক্তি
(গ) লাহোর চুক্তি (ঘ) মাদ্রাজ চুক্তি

১.২০ 'A Train to Pakistan' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-
(ক) ভি.পি. মেনন (খ) অমৃতা প্রীতম
(গ) খুশবন্ত সিং (ঘ) আবুল কালাম আজাদ

বিভাগ-খ

২। যে কোনো ষোলোটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে): ১×১৬=১৬

উপবিভাগ: ২.১ (একটি বাক্যে উত্তর দাও) ১×৪=৪

২.১.১ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
২.১.২ 'কাঙাল হরিনাথ' নামে কে পরিচিত ছিলেন?
২.১.৩ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
২.১.৪ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

উপবিভাগ: ২.২ (ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো) ১×৪=৪

২.২.১ লেখ্যাগারে সরকারি নথি সংরক্ষিত করা হয়।
২.২.২ 'যত মত তত পথ' বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি।
২.২.৩ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে।
২.২.৪ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি।

উপবিভাগ : ২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও- ১×৪=৪

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ চার্লস উইলকিনস	১) হেমচন্দ্র ঘোষ
২.৩.২ একা আন্দোলন	২) আজাদ হিন্দ ফৌজ
২.৩.৩ ঝাঁসির রানী বাহিনী	৩) বাংলার গুটেনবার্গ
২.৩.৪ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স	৪) মাদারি পাসি

উপবিভাগ: ২.৪

প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নাম লেখো:

২.৪.১ মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা। ১×৪=৪
২.৪.২ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কেন্দ্র-ঢাকা।
২.৪.৩ মহাবিদ্রোহের একটি কেন্দ্র- ঝাঁসি।
২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য জুনাগড়।

উপবিভাগ: ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো: ১×৪=৪

২.৫.১ বিবৃতি: উডের ডেসপ্যাচ ছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি মহাসনদ।
ব্যাখ্যা ১: উডের ডেসপ্যাচের মাধ্যমে ভারতে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ২: এর মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩: এর মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা প্রসারের একটি সুস্পষ্ট নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

২.৫.২ বিবৃতি: দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফরাজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
ব্যাখ্যা ১: এই আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল।
ব্যাখ্যা ২: নোয়া মিয়া এই আন্দোলনকে ধর্মীয় লক্ষ্যে গড়ে তোলেন।
ব্যাখ্যা ৩: ব্রিটিশরা তীব্র দমন নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

২.৫.৩ বিবৃতি: আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল।
ব্যাখ্যা ১: কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ২: কৃষকরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩: কৃষকদের খাজনা মুকুবের বিষয়টিকে এই আন্দোলনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২.৫.৪ বিবৃতি: শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বামপন্থী মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।
ব্যাখ্যা ১: শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির লক্ষ্যে বামপন্থীরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।
ব্যাখ্যা ২: শ্রমিক শ্রেণি বামপন্থী নেতাদের পছন্দ করত।
ব্যাখ্যা ৩: শ্রমিক শ্রেণির জন্য জাতীয় কংগ্রেস কোন আন্দোলন করেনি।

বিভাগ-গ

৩) দু'টি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও- ২×১১=২২ (যে কোনো এগারোটি):

৩.১ খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩.২ ইতিহাসচর্চায় ইন্টারনেট ব্যবহারের দু'টি অসুবিধা লেখো।
৩.৩ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব কীভাবে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রেখেছিল?
৩.৪ নব্য বেদান্তবাদ বলতে কী বোঝো?
৩.৫ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩.৬ জেমস লঙ্ স্মরণীয় কেন?
৩.৭ জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
৩.৮ 'আনন্দমঠ' উপন্যাস কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উদ্দীপ্ত করেছিল?
৩.৯ ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের কী সম্পর্ক ছিল?
৩.১০ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার দু'টি ত্রুটি লেখো।
৩.১১ মোপলা বিদ্রোহ কী?
৩.১২ কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মসূচি কী ছিল?
৩.১৩ অ্যান্টি- -সার্কুলার সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
৩.১৪ রসিদ আলি দিবস কী?

বিভাগ -ঘ

৪) সাত বা আটটি বাক্য যেকোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।
(প্রতিটি উপ-বিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্নের উত্তর দাও।)
৪×৬=২৪

উপবিভাগ ঘ: ১

৪.১ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' কীভাবে বাংলার গ্রামীণ সমাজের চিত্র তুলে ধরেছিল?
৪.২ নারী শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উপবিভাগ ঘ:২

৪.৩ সন্ন্যাসী - ফকির বিদ্রোহ ধর্মীয় আচরণে আবদ্ধ ছিল না কেন?
৪.৪ জাতীয়তাবাদের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উপবিভাগ ঘ.৩

৪.৫ বিশ শতকের ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৪.৬ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উপবিভাগ: ঘ.৪

৪.৭ দলিত আন্দোলন বিষয়ে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪.৮ স্বাধীন ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?

বিভাগ-ঙ

৫। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮×১=৮

৫.১ নীল বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৫+৩
৫.২ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৮
৫.৩ বারদৌলি সত্যাগ্রহের গুরুত্ব কী? অসহযোগ আন্দোলনে কৃষকদের

পেসাররা দাপট দেখালেও প্রথম দিনের শেষে চাপে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। বাংলার পেসাররা দুর্দান্ত বোলিং করেন। রঞ্জি ট্রফির সপ্তম রাউন্ডে ঘরের মাঠে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলছে বাংলা। গত ম্যাচে কল্যাণীতে হরিয়ানার কাছে হারের পরই নকআউটের সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্য ম্যাচের রেজাল্ট ছিটকে দিয়েছে বাংলাকে। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি মূলত মর্যাদা রক্ষার। আরও একটি কারণে ম্যাচটি বাংলার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলছেন বাংলা-দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা কিপার-বয়াটারের। কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া ঋদ্ধি নিজেও। কিছুটা সময় কিপিং করেছিলেন। তাতে জোড়া কয়াচ। ব্যাট হাতেও ভরসা দিতে হবে ঋদ্ধিকেও। সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও সুমিত মোহন্ত ৪টি করে উইকেট নেন। এ ছাড়াও মহম্মদ কাইফ নিয়েছেন দুটি উইকেট। পঞ্জাবকে ১৯১ রানেই অলআউট করেছে বাংলা।

অনুষ্টুপদের মতো পঞ্জাবের কাছেও নকআউটের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে মর্যাদার ম্যাচে কেউ কাউকে জমি ছাড়তে নারাজ।

বাংলার ওপেনিং জুটি শুরুটা ভালো করলেও বড় ইনিংস হয়নি। দলীয় ১৮ রানে অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় এবং ৪২ রানে আর এক ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় আউট। দ্রুতই সুদীপ ঘরামির উইকেটও হারায় বাংলা। তবে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার ও সুমন্ত গুপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। বাংলার রান তোলার গতিও প্রশংসনীয়। কিন্তু দিন শেষে চাপে রাখল ব্যাটিং। দিনের খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগেই ক্যাপ্টেন অনুষ্টুপ মজুমদারের উইকেট হারায় বাংলা। ৪৪ বলে ৩২ রান করেন ক্রাইসিসম্যান অনুষ্টুপ।

পঞ্জাবের ১৯১ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ১১৯ রান তুলে নিয়েছে বাংলা। সুমন্ত গুপ্তর সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন নাইটওয়াচম্যান সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। এখনও অভিষেক পোড়েল, ঋদ্ধমান সাহার মতো ব্যাটার রয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের সকালটা বাংলার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

স্টেডিয়ামের গেটে রাত ৩টায় লাইন, কোহলিকে দেখতে ভিড়

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় দল নিজেদের মাঠে কোনো টেস্ট খেলতে নামলে প্রথম দিন সকালে গ্যালারির সারি সারি আসন খালি পড়ে আছে, এমন দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। আজ প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া প্রতিযোগিতা রঞ্জি ট্রফির একটি ম্যাচে দর্শকে টইটম্বুর গ্যালারি। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই!

কারণ, বিরাট কোহলি। ভারতের তারকা এই ব্যাটসম্যান রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমেছেন এক যুগের বেশি সময় পর। রঞ্জিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন ম্যাচটা আবার চলছে জন্মশহর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। ঘরের ছেলেকে দীর্ঘ সময় পর দিল্লির হয়ে খেলতে দেখতে তাই তর সইছিল না ভারতের রাজধানীবাসীর।

এর আগে রঞ্জিতে কোহলি সর্বশেষ খেলেছেন সেই ২০১২ সালের নভেম্বরে, উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে গাজিয়াবাদে। তাঁর আদর্শ শচীন টেন্ডুলকার তখনো খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলেননি, কোহলিও আজকের কোহলি হয়ে ওঠেননি।

বার্তা সংস্থা আইএএনএস জানিয়েছে, রেলওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রঞ্জিতে কোহলির প্রত্যাবর্তন ঘিরে উন্মাদনা তৈরি হবে, তা কয়েক দিনের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিল। কিন্তু আজ ম্যাচের প্রথম দিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যে এত দর্শক হবে, তা এককথায় অভাবনীয়।

স্থানীয় সময় গতকাল দিবাগত রাত ৩টা থেকে স্টেডিয়ামের সামনে দর্শকেরা জড়ো হতে শুরু করেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই গেটগুলোর সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। গেট খুলতেই হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে গিয়ে কয়েকজন পড়ে গিয়ে আঘাত পান। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে এক নিরাপত্তারক্ষী আহত হন। এ ছাড়া পুলিশের একটি মোটরসাইকেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টস হওয়ার পরপরই সব গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। রঞ্জিতে কোহলির ফেরার দিনে ব্যাপক দর্শক উপস্থিতি দেখে পুলিশের কাছে বাড়তি নিরাপত্তা চায় দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ)। ক্রিকেট সংস্থাটি নিজেদের উদ্যোগে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদেরও নিযুক্ত করে। প্রাথমিকভাবে দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের কথা ছিল না। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের কারণে স্পোর্টস-১৮ ও জিও সিনেমা ম্যাচটি দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এ তো গেল ম্যাচ শুরুর আগের ঘটনা। কোহলি মাঠে নামতেই গগনবিদারী চিৎকার শুরু হয়। 'কোহলি, কোহলি...' ধ্বনিতে স্টেডিয়াম মাতিয়ে তোলেন দর্শকেরা। কেউ কেউ কোহলির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সংক্ষিপ্ত রূপ ধরে 'আরসিবি, আরসিবি...' রব তোলেন। কোহলিও দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন।

আজ টস জিতে রেলওয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠান দিল্লির অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভার শেষে ৫ উইকেটে ১২৩ রান করেছে রেলওয়ে।

১২তম ওভারে ঘটেছে আরেক কাণ্ড। নিরাপত্তাবেষ্টনী টপকে মাঠে ঢুকে পড়েন কোহলির এক ভক্ত। দৌড়ে প্রিয় খেলোয়াড়ের কাছে গিয়ে তাঁর দুই পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানান। অন্তত ১৫ জন নিরাপত্তাকর্মী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওই ভক্তকে ঠেলে মাঠের বাইরে নিয়ে যান।

ভারতের হয়ে টেস্টে বেশির ভাগ সময় চারে ব্যাট করে থাকেন কোহলি। দিল্লির ব্যাটিং অর্ডারেও তাঁকে চারে রাখা হয়েছে। তার মানে, রেলওয়ে অলআউট হওয়ার পর দিল্লি ২ উইকেট হারিয়ে ফেললে আজই ব্যাটিংয়ে নামতে পারেন; তা না হলে আগামীকাল। কোহলি ব্যাটিংয়ে নামলে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দর্শকদের উন্মাদনা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, সেই দৃশ্য এখনই এঁকে রাখতে পারেন!

এশিয়ায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার, বিপদে শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টি নামায় দিনের খেলা শেষ হলো একটু আগেভাগেই। তাতে স্বস্তিই পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। যত খেলা হবে, ততই যে উইকেট পড়ার শঙ্কা। পৌনে দুই দিন ফিল্ডিং করার পর দিনের শেষ বেলায় ব্যাটিংয়ে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। ৪৪ রানের মধ্যেই ড্রেসিংরুমে ফিরে গেছেন ৩ জন। দিনেশ চান্ডিমাল আর কামিন্দু মেন্ডিস যখন মাঠ ছাড়ছিলেন, মাথার ওপর অস্ট্রেলিয়ার চাপানো রান-পাহাড়। সাত সেশনের বেশি সময় ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ৬ উইকেটে ৬৫৪ রানে। এটি শ্রীলঙ্কায় তো বটেই, এশিয়ার মাটিতেই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রহ।

আগের দিন তিন অঙ্ক ছোঁয়া উসমান খাজা নিজের ইনিংসকে টেনে নিয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। সেঞ্চুরি করেছেন অভিষিক্ত জশ ইংলিসও।

দিনের শেষ সেশনে ১৫ ওভার ব্যাট করেছে শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ওভারেই ম্যাথু কুনেমানের বলে এলবিডব্লিউ হয়েছেন ওশাদা ফার্নান্দো। এরপর মিচেল স্টার্ক দিমুত করুনারত্নেকে আর নাথান লায়ন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে তুলে নিয়ে বিপদ বাড়ে শ্রীলঙ্কার।

এর আগে অস্ট্রেলিয়া আগের দিনের ২ উইকেটে ৩৩০ রানের সঙ্গে আরও ৩২৪ রান যোগ করে। ১৪৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা খাজা আউট হন ২৩২ রান করে। ৭৯ টেস্টের ক্যারিয়ারের এটি তাঁর প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। তৃতীয় উইকেটে খাজা ও স্টিভেন স্মিথের জুটিতে যোগ হয় মোট ২৬৬ রান, যা এশিয়ায় যেকোনো উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় সর্বোচ্চ ও তৃতীয় উইকেটে সর্বোচ্চ।

খাজার ডাবল সেঞ্চুরির দিনে ইংলিস করেছেন ১০২ রান। ৯০ বলে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে অভিষেকে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।

অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ইনিংস ঘোষণা করে ৬ উইকেটে ৬৫৪ রান তুলে, যা এশিয়ায় তাঁদের সর্বোচ্চ। এশিয়ায় এত দিন অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ছিল ১৯৮০ সালে ফয়সালাবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬১৭ রান।

বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা বিবি, ১১ নম্বর অশোকগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বুলি মূর্মু, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শিউলি খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার

দাস, শিক্ষাবন্ধু আব্দুল মজিদ মিয়া, গঙ্গারামপুর ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলে মোট দশটি বিভাগে প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শেষে পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এবিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস জানান, 'ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ্য দেহ, সুস্থ মোনের বিকাশ ঘটানোর জন্য পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। তাই প্রতি বছরের মত এ বছরও আমরা বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।'

হুগলিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ী আরামবাগ ফিজা ইলেভেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুলে ওয়াইএসসি ক্রিকেট২০২৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে হানুয়া বউবাজার কে হারিয়ে আরামবাগ ফিজা ইলেভেন জয় লাভ করে। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের রাজ্য সভাপতি ওয়ায়েজুল হক, হুগলির রুরাল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার তপজোতি চ্যাটার্জি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শেখ হাসান ইমাম, কবি ব্রজ গোপাল চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি, পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শুভ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক কুরবান খান, আইনজীবী সাঈদ খন্দকার, ঘোষপুর পঞ্চায়েত প্রধান আলেয়া বেগম, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইলিয়াস চৌধুরী, তপন কুমার মাইতি, সুভাষ সিংহ রায়, পঞ্চায়েত সদস্য কাওসার আলী মিদ্যা ,ক্লাবের সম্পাদক ওয়াসিম আক্রাম, ক্লাবের সদস্য সহ বিশিষ্টজনরা।

৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের অভিষেকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: মাঠ ছাড়ছিলেন নতমস্তকে। টাচলাইন পেরোনোর সময় ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। কিছুক্ষণ আগে মাঠে যা ঘটেছে, ১৮ বছর বয়সী ছেলেটির জন্য রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। অথচ তাঁর মাঠে নামার মুহূর্তটি ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হতে সময় লেগেছে মাত্র ৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড!

ফিলিপস স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে পিএসভির কাছে ৩-২ গোলে লিভারপুলের হারের ম্যাচটি যাঁরা দেখেছেন, এই প্রায় চার মিনিট সময়ের মাহাত্ম্য তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। লিভারপুলের ডিফেন্ডার আমরা নাল্লোর কথা বলা হচ্ছে। শেষ ষোলো আগেই নিশ্চিত হওয়ায় লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে কচিকাঁচা খেলানোর সুযোগটা নিয়েছিলেন স্লট। চ্যাম্পিয়নস লিগে ২০০৬ সালের পর কাল রাতেই প্রথমবার ২১ বছরের নিচে চার খেলোয়াড়কে লিভারপুলের একাদশে খেলান এই ডাচ কোচ—জেডেন ডেনস, কনর ব্রাডলি, হার্ভি এলিয়ট ও জেমস ম্যাকনেল। ঘটনাটা ডেনস বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার পর।

১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ডেনস লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ইউরোপিয়ান কাপ/চ্যাম্পিয়নস লিগে একাদশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ৮৩ মিনিটে তাঁকে তুলে নাল্লোকে নামান স্লট। ওয়েস্ট হাম ও লিভারপুলের বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে আসা এই ডিফেন্ডার মাত্র দুটি পাস খেলার পর জোহান বাকায়েকোকে পেছন থেকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। একদম 'পেশাদার ফাউল' বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা-ই। নাল্লো এই ম্যাচটি সম্ভবত জীবনে কখনো ভুলতে পারবেন না।

লিভারপুলের মূল দলে এটা ছিল তাঁর অভিষেক ম্যাচ। এখন সেই ম্যাচেই যদি লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়, তাহলে স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়াই তো স্বাভাবিক!

১৮ বছর ৭২ দিন বয়সী নাল্লো এই অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়ার পথে ভেঙেছেন মাইকেল ওয়েনের রেকর্ড। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১৮ বছর ১১৭ দিন বয়সে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন ইংল্যান্ড ও লিভারপুলের সাবেক এই স্ট্রাইকার।

নাল্লোর প্রতি সমব্যথী স্লট ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'এটা নির্মম। আমরা মূল দলে এর আগে কখনো খেলেনি, তারওপর চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো পর্যায়ে অভিষেক তো আরও কঠিন।

আমার মতে, সে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারেনি। এই পর্যায়ের ম্যাচে কিংবা প্রিমিয়ার লিগে এটা সমস্যাই। আপনি হয়তো ভাবছেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষিক্ত হব এবং তার কয়েক মিনিট পর লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়াটা আসলেও খুব কঠিন। এখন তাকে চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলার লড়াইয়ে নামতে হবে। কাজটা সহজ হবে না। তবে আশা করি সে পারবে।'

লাভপুরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লাভপুরের শম্ভুনাথ কলেজে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃ কলেজ স্টেট স্পোর্টস প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, এবং লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখতে ভীড় জমিয়েছিল স্থানীয় মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এবং ক্রীড়া মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে, এবং এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সহায়ক করতে হবে।

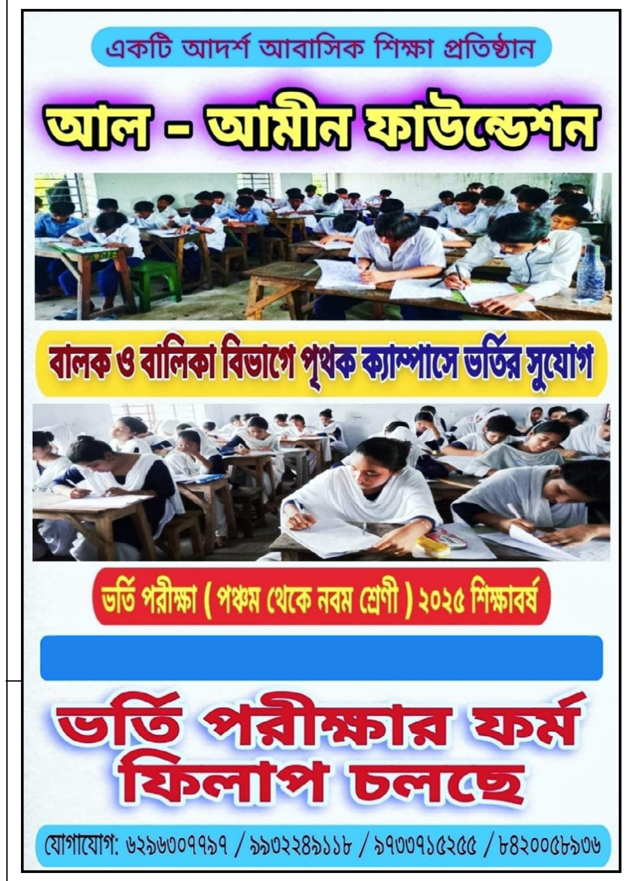

কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান স্মৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদহ

আপনজন: হরিশ্চন্দ্র পুর ২ নং ব্লকের মিলনগড়ের মাটিয়ারী ফুটবল ময়দানে এইচ আর ট্যালেন্ট কেয়ার ইনষ্টিটিউশন (উ . মা) - এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান স্মৃতি ক্রীড়া অনুষ্ঠান। ফানুস উড়িয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মোহাঃ হাবিবুর রহমান। হাবিবুর রহমান বলেন , ' কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান ছিলেন আশির দশকের একজন অন্যতম বিশিষ্ট কবি।

তিনি গ্রামাঞ্চলে থেকে ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে খুব গর্বিত ।' উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দিন বাবর, বিশিষ্ট শিক্ষক মানোয়ারুল ইসলাম, কবি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য অতিথিগণ। লং জাম্প, হাই জাম্প, দৌড়, লৌহ বল নিক্ষেপ, মিউজিক্যাল চেয়ার, যেমন খুশি তেমন সাজো সহ ত্রিশটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। তবে আকর্ষণীয় বিষয় ছিলো এম ওয়াহেদুর রহমান রচিত 'আলোর পথিক কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান ' শীর্ষক এক পথনাটক। ক্রীড়া অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পক্ষে মো : মাহফিজুর রহমান বলেন, আমরা জনগণের সহযোগিতায় প্রয়াত কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমানের স্মৃতিময় ক্রীড়া অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছি । আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে কবিকে জনমানসে তুলে ধরবো।'

মাদ্রাসা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের বাৎসরিক ক্রীড়া

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন:প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি মাদ্রাসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহর ৪০ তম বার্ষিক শীতকালীন ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল নদীয়ার শান্তিপুর পৌর স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে। আয়োজনে শান্তিপুর চক্র। প্রায় ১১ বছর পর শান্তিপুর চক্র মহকুমা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।রানাঘাট মোহকুমার ৯টি সার্কেলের বিদ্যালয় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। যদিও এই প্রতিযোগিতা ঘিরে শান্তিপুর পৌর স্টেডিয়ামে সাধারণ মানুষ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের

প্রকল্প সম্বন্ধেও এদিনের ক্রিয়া প্রতিযোগিতা থেকে বিশেষ বার্তা দেয়া হয়। এবং কি কি সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা পাবে একেবারে ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত সমস্তটাই ট্যাবলু আকারে তুলে ধরা হয় শান্তিপুর চক্রের পক্ষ থেকে। যেখানে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক প্রকল্পের চিত্র, একদিকে রয়েছে স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের নাম।

তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষিকারা জানাচ্ছেন, একটা সময় দেখা গিয়েছিল স্কুলমুখী হচ্ছিল না ছাত্রছাত্রীরা। স্মার্টফোনের আসত্তে মাঠ মুখিও হতে ইচ্ছা প্রকাশ হারিয়ে ফেলছে নব প্রজন্ম। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বার্ষিক শীতকালীন ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। প্রথমে মহকুমা, তারপর জেলা, এরপর রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে সাফল্য অর্জিত প্রতিযোগীরা। আমরা আশাবাদী আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনেকটাই উজ্জ্বল হওয়ার পথে এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিযোগিতা গুলির মধ্য দিয়ে।

স্টিফেন্স স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া

আপনজন: সাগরদিঘীর থার্মাল পাওয়ারে অবস্থিত ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো ১৮তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার শীতের সকালে মনিগ্রাম থার্মাল পাওয়ার মাঠে রিভারেন্ড জয়তপাল হাঁসদা ও রেভারেন্ড সরুপ শুভ্র মন্ডলের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

ছবি: রহমতুল্লাহ

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**